

শান্তিশতকম্

সানুবাদম্



বর্ধমান প্রদেশাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাছর শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রী
বিজয়চন্দ্র মহতাব্ কে, সি, এম, আই, কে, সি, আই, ই,
আই, ও, এম, মহোদয়ের অল্পমত্যনুসারে
শ্রীনাথলালদাস মুখোপাধ্যায়
কর্তৃক অনূদিত ।



বর্ধমান—রাজবাড়ী ।

বঙ্গাব্দ ১৩২১ ।

॥ अरुनीनाथ प्रहारा ॥

PRINTED AND PUBLISHED BY G. C. NEOGI,
NABABIHAKAR PRESS
91-2, *Machumbazar Street,*
Calcutta:
1914

বিজ্ঞাপন

সন ১২৯৮ সালে সান্নুবাদ শাস্তিশতক শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা বনবিহারী কপূর সাহেব সি, এস, আই, মহোদয়ের ব্যয়ে মুদ্রিত হইয়া সাধারণে বিতরিত হইয়াছিল। পুস্তকগুলি বিতরণ করিয়া একেবারে নিঃশেষ হওয়ায়, পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়াও প্রার্থীগণ বিফল মনোরথ হইতেছেন ; এবং অনেকে শাস্তিশতক পুনর্মুদ্রিত করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশও করিতেছেন। তচ্ছবণে সাহিত্যার্থীগণ, বিদ্যোৎসাহী, উদারচেতা বদ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, অনারেবল সাব শ্রীল শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ মহতাব্, কে, সি, এম্, আই ; কে, সি, আই, ই ; আই, ও, এম্ ; মহোদয় সান্নুগ্রহে শাস্তিশতক পুনর্মুদ্রিত করিবার আদেশ প্রদান করায়, ইহা যথাসম্ভব সংশোধন করতঃ তদীয় ব্যয়ে মুদ্রিত করা হইল। আশা করি শাস্তিপূর্ণ শাস্তিশতক পাঠকমহোদয়গণের শাস্তিপ্রদ হইবে। ইতি

বর্দ্ধমান,

রাজবাটা।

বিনীত

শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায়।

উপহার ।

যত্রাহনিশং বিলসত্ঃ কমলা চ বাণী
যোধূৰ্জ্জটেঃ করুণয়া চিরবর্দ্ধমানঃ ।
নিত্যং সখাহস্তি বিজয়োহপি চ সাদরং মে
শান্তেঃ শতং স্ননিহিতং শুচি তত্করাজে ॥

কমলা বাণীর সনে যথা বিদ্যমান ।
ধূৰ্জ্জটির বরে যিনি সদা বর্দ্ধমান ।
বিজয় যঁহার সাথী আছে চিরতরে
শান্তি শত তাঁর করে সঁপিছু সাদরে ॥

শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায় ।

নিবেদন ।

জনম তোমার করমের তরে
কর্মেই জনম পেয়েছ ॥
পঞ্চভূত দেহ ধন জ্ঞান আদি
কর্ম ফলেই লভেছ ॥ ১ ॥
ললাটের লেখা করমেরই ফল
কর্মই সদা খেলিছে ।
সংসার মুকুরে করমেরি ছবি
অঙ্কিত সদা রয়েছে ॥ ২ ॥
অক্ষর হইতে ব্রহ্মের উদ্ভব
ব্রহ্ম হইতেই কর্ম ।
কর্ম ব্রহ্ম জ্ঞানে করম করিলে
লভিবে পরম ধর্ম ॥ ৩ ॥
কামনা ছাড়িয়া ঈশ্বরে সঁপিয়া
যে কাজ করিবে তুমি ।
বন্ধন ঘুচিবে হেলায় লভিবে
বিমল আনন্দ ভূমি ॥ ৪ ॥

শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায় ।

পূজা

শান্তি পূর্ণ শান্তি শব্দ, শান্তির আধার,
জ্ঞানের ভাণ্ডার, আর বৈরাগ্যের সার,
মিস্ত্রভেদী দুঃখপ্রদ মায়ার নিগড়
ভাঙ্গিবার উপযুক্ত কঠিন মুদগর ।
যে মহাত্মা রচিলেন মোদের লাগিয়া,
পূজি তাঁর পাদপদ্ম ভক্তি পুষ্প দিয়া ।

শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায় ।

শান্তি শতকম্

নমস্লামো দেবান্ ননু হতবিধেষ্টেহপি বশ্বগা
বিধিব্বন্দ্যঃ সোহপি প্রতিনিয়তকর্মে কৃৎসলদঃ ।
ফলং কর্মায়াস্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা
নমস্তৎকর্মেভ্যো বিধিরপি যৈ যেভ্যঃ প্রভবতি ॥১॥

প্রহারেষ্টে দেবগণে করি নমস্কার
কি ফল ; তাঁহারা বশ্ববর্তী বিধাতার ;
তবে কি বিধির পদ করিব বন্দন ?
তাতেই বা কিবা ফল হইবে সাধন ?
বিধাতা ত ফল দেন কর্ম অমুসারে,
তবে কিবা ফল দেব বিধি নমস্কারে ?
সেই কর্ম পূজে আমি করি নমস্কার
প্রভুস্ব যাহার 'পরি নাহি বিধাতার ॥১॥

আত্মজ্ঞানবিবেকনির্মূলধিয়ঃ কুর্বন্ত্যাহো দুষ্করম্
যন্মুঞ্চস্ত্যুপভোগভাণ্ড্যপি ধনান্যোকাস্ততো নিম্পৃহাঃ ।
ন প্রাপ্তানি পুরা ন সম্প্রতি নচ প্রাপ্তৌ দৃঢ়প্রত্যয়াঃ
বাঙ্গামাত্রপরিগ্রহাণ্যপি বয়ং ত্যক্তুং ন, তানি কমাঃ ॥২॥

আত্মজ্ঞান বিবেকেহত ধৌত বার মন
আহা কি দুষ্কর কার্য করেন সাধন,
ধন ধান্ত ভোগ্য বস্তু বিবিধ প্রকার ;
সকলে নিম্পৃহ হয়ে করে পরিহার ।

আর মোরা যাকী কিছু পূর্বে পাই নাই,
 এখন ত নাই, পরে পাই কি না পাই ।
 আশা মাজ্ ; কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস এমন
 পারিনা কিছুতে তাহা করিতে বর্জন ॥২॥

খন্যানাং গিরিকন্দরোদরভুবি জ্যোতিঃ পরং ধ্যায়তা-
 মানন্দাশ্রুজলং পিবন্তি শবুনা নিঃশঙ্কমহ্নে স্থিতাঃ ।
 অস্ম্যাকস্তু মনোরাথাপরচিট-প্রাসাদ-বাপীতট-
 ক্রীড়াকানন-কেলিমগুপ-জুঘামায়ুঃ পরং ক্ষীয়তে ॥৩॥

সার্থক জনম ভবে লভে যোগীগণ,
 পর্কত কন্দরে বিভূ ধ্যানেতে মগন
 অবিরল প্রেম অশ্রু হয় প্রবাহিত,
 অহ্নে বসি পিয়ে পাথী অশঙ্কিত চিত ।
 আমরা, কেবল হায় আশায় মগন,
 করনার কত বস্তু করি সঙ্কলন ।
 অট্টালিকা পুষ্পবন দিব্য সরোবর
 কেলি কুঞ্জ বিলাসের জব্য বহুতর ।
 মনে এ কল্পিত স্থানে স্নেহেতে বিহরি,
 কিন্তু নাহি ভাবি কাল লয় আয়ু হরি ॥৩॥

বিশীর্ণঃ প্রারম্ভো বপুরপি জরাব্যাদিবিধুরম্
 গতং দূরে বিপ্র-স্বজনভরণং বাঞ্জিতমপি ।
 ইদানীং ব্যামোহাদহহ ! বিপরীতে হতবিধৌ
 বিধেয়ং যন্তুৎ স্ফুরতি মম নাহদ্যাপি হৃদয়ে ॥৪॥

ক্রিয়া কাস্ত কুটুম্বাদি ভরণ পোষণে,
কতই আনন্দলাভ করিতাম মনে !
এবে জরাব্যাদি বশে শরীর বিকল
তিরোহিত প্রায় হয় উদ্যম সকল ।
কিন্তু হতবিধিকৃত মোহের ছলনে
এখন ত তত্ত্বজ্ঞান ক্ষুরিল না মনে ॥৪॥

বীভৎসাঃ প্রতিভাস্তি কিন্ন বিষয়াঃ ক্লিন্ধ স্পৃহায়ুগ্মতী
দেহস্যাপচয়ো মর্তৌ নিবিশৃতে গাঢ়ো গৃহেষু গ্রহঃ ।
ব্রহ্মোপাস্যমিতি ক্ষুরত্যপি হৃদি ব্যাবর্তিকা বাসনা
ক্ৰা নামেয়মতর্ক্যহেতুগহনা দৈবী সতাং যাতনা ॥ ৫ ॥

বিষয় যে অতিশয় ঘণার আলয়,
জানি, কিন্তু মনে সদা স্পৃহার উদয় ।
নিশ্চয় হইবে জানি এ দেহ পতন,
তবু লালায়িত হই ঐশ্বর্য্য কারণ,
জানি না কি সার ভবে ব্রহ্ম উপাসনা ?
কিন্তু, তাহে বাধা দেয় বিষয় বাসনা,
হায় সৃজনের এই দৈব বিড়ম্বন
পারি না কারণ করিবারে নির্দারণ ॥ ৫ ॥

অজ্ঞানন্ দাহার্ক্তিং বিশক্তি শলভোদীপদহনমু
ন মীনোপি জ্ঞাত্বা বৃতবড়িশমশ্রাতি পিশিতম্ ।
বিজ্ঞানস্তোহুপ্যোতান্ বয়মিহ বিপজ্জালজড়িতান্
ন মুঞ্চামঃ কামানহহ ! গহনো মোহমহিমা ॥ ৬ ॥

শান্তি শতকम् ।

দীপের দাহিকা নক্তি না জানি পতঙ্গ
 যুদ্ধ হয়ে পড়ে, তাহে ভয় হয় অঙ্গ ।
 বড়িশ আনৃত ভোজ্যে মীন নাহি জানে,
 যুদ্ধ হয়ে গ্রাসি তাই হারান্ন পরাণে ।
 বিবিধ বিপদ যুক্ত জানি এ সংসার
 না পারি ছাড়িতে কিবা মহিমা মায়ায় ॥ ৬ ॥

কাস্তং ন ক্ষময়া গৃহোচিৎসুখং ত্যক্তং ন সন্তোষতঃ
 সোঢ়া দুঃসহশীতবাততপনক্ৰেশা ন তপ্তং তপঃ ।
 ধ্যাতেং বিত্তমহর্নিশঃ ন চ পুনর্বিবক্ষোঃ পদং শাস্ততম্
 তত্তৎকর্ম্য কৃতং যদেব মুনিভিস্তৈস্তৈঃ ফলৈর্বধিতম্ ॥৭॥

সুখ দুঃখ অপমান, মানাদিতে সমজ্ঞান,
 শীত বাত রোদ্র ক্লেশ সহে মুনিগণ ;
 সংসারে হইয়া রত, দুঃখ-রাশি রাশি কত,
 অশক্তি-বশতঃ সহি তাঁদের মতন ।
 ব্রহ্মপদ দিবানিশি, অন্তরে ধোয়ান ঋষি,
 বিমল আনন্দ ভূজে, লভে মুক্তিফল ;
 মোদের নিরত ধ্যান, কিসে হবে ধন মান
 কর্মোচিত ফল, পাপ চিন্তায় কেবল ॥ ৭ ॥

কৃৎষা শত্ৰুবিভীষিকাং কতিপয়গ্রামেষু দীনাঃ প্রজাঃ
 মধুস্তো বিটজল্লিতৈরুপহতাঃ ক্লেণীভুঞ্জস্তে কিল ।
 বিধাংসোহপি বয়ং কিল ত্রিজগতীসর্গস্থিতিব্যাপদা
 মীশস্তৎপরিচর্যয়া ন গণিতো যৈরেষ নারায়ণঃ ॥ ৮ ॥

প্রদর্শিয়া শঙ্কভয়, গ্রাম মাত্র কতিপয়,
 অধিকার করি, রত প্রজার পীড়নে ;
 ধ্বংস শঠ চাটুকার, কথায় প্রতীতি যার,
 রাজা বলি সেবি মোরা হেন মূঢ় জনে ।
 তুষ্ট রবে আমা প্রতি, বলিয়া কতই স্তুতি,
 করি সেই নরে, হয় নরনাথ বলে ;
 সৃষ্টি স্থিতি লয়কারী, নাহি নারায়ণে, স্মরি
 বিদ্বান্ বলিয়া ভান্ করি কোন্ ছলে ॥ ৮ ॥

নাথে শ্রীপুরুষোত্তমে ত্রিজগৃতাংকামেকাধিপে চেতসা
 সেব্যে স্বস্য পদস্য দাতরি সুরে নারায়ণে তিষ্ঠতি ।
 ষং কক্ষিৎ পুরুষাধমং কতিপয়গ্রামেশমল্লার্থদম্
 সেবায়ৈ মৃগয়ামহে নরমহো মূঢ়া বরাকা বয়ম্ ॥৯॥

শ্রীনাথ পুরুষোত্তম ত্রিভুবন পতি ;
 অজস্র করুণা যার জীবগণ প্রতি ।
 আন্তরিক প্রীতিপুষ্পে, যে পূজে সে পদ,
 দয়াময় দেন তারে আপনার পদ ।
 ছাড়ি তাঁরে কতিপয় গ্রামের অধিপে ;
 ক্ষুদ্রচেতা সেবা মোরা করি ক্ষুদ্র নূপে ।
 কত পূজা করি সদা করি ঔগণপণ ;
 অভাগার লাভ কিন্তু অন্ন মাত্র ধন ॥ ৯ ॥

জন্মেদং বন্ধুতাং নীতং ভবভোগোপলিপ্সয়া ৷
 কাচমূল্যেন বিক্রীতো হস্ত । চিন্তামনির্ময়া ॥১০॥

ভবভোগ লাভ আশে মানব জনম ।
 বার্থ করিলাম হয় মতির বিভ্রম !
 স্নহুর্লভ চিন্তামণি অমূল্য রতন,
 তুচ্ছ করি কাচ মূল্যে বেচিহু সেধন ॥ ১০ ॥

বান্ধাশূন্যমবতুলভ্যমশনং বায়ুঃ কৃতো বেধসা
 ব্যাধানানং পশবন্তৃণাকুরভুজঃ স্তৃহাঃ স্তৃহীশায়িনঃ ।
 সংসারার্ণবলজ্জনক্ষমধিযোঃ বৃন্তিঃ কৃতো সা নৃণাম্
 যামবেষয়তাং প্রযান্তি সততং সর্বে সমাপ্তিং গুণাঃ ॥১১॥

অনায়াসলক বায়ু করিয়া ভক্ষণ
 পরিতৃপ্ত হয় দেখ অজগরগণ,
 পশুগণ তৃণাকুর করিয়া ভোজন,
 বনস্থলী মাঝে করে স্তৃথেতে শয়ন,
 ভবপারে যেতে পারে যেই বুদ্ধি লয়ে
 অর্থ হেতু নাশে নর সেগুণ নিচয়ে ॥ ১১ ॥

বধস্ত্রং মুহুরীক্ষসে ন ধনিনাং ক্রাষে ন চাটুং মৃষা
 নৈবাং গর্বগিরঃ শৃণোষি ন পুনঃ প্রত্যাশয়া ধাবসি ।
 কালে বালতৃণানি খাদসি স্তৃখং নিজ্রাসি নিজ্রাগমে
 তন্মে ক্রাহি কুরঙ্গ ! কুত্র ভবতা কিম্মাম তপ্তং তপঃ ? ॥১২॥

হে কুরঙ্গ ! ধনিগণ কাছে মাছি যাও,
 তুষ্ট কষ্ট ভাব, তার জানিতে না পাও ।
 সস্তোষার্থে চাটু কথা না হয় বলিতে,
 গর্বভরা বাক্য তার না হয় শুনিতে ।

কুধা পেলে নব নব তৃণ দল খাও ;
 তৃণ মনে সময়েতে স্নেহে নিজা যাও ।
 জিজ্ঞাসি তোমারে ভাই বলহে আমার
 এ স্নেহ লভিলে তুমি কোন তপস্কার ॥ ১২ ॥

কামং বনেষু হরিণাস্তৃণেন জীবন্ত্যযত্নশূলাভেন ।
 বিদধতি ধনিষু ন দৈন্ত্যং তে কিল পশবৌ বয়ং স্তুধিয়ঃ ॥১৩॥

তৃণভক্ষ্য তৃণশয্যা বন মাথে বাস ;
 করেনা ধনীর কাছে দীনতা প্রকাশ ।
 এ হেন স্বাধীন মৃগে পশু বলি মোরা,
 পরসেবী হয়ে হই পশুিত আর্মরা ॥ ১৩ ॥

আস্বাদ্য স্বয়মেব বচ্নি মহতীশ্মর্শ্চিছদোবেদনা
 মা ভূৎ কস্যচিদপ্যয়ং পরিভবো যাত্নেতি সংসারিণঃ ।
 পশ্য ভ্রাতরিয়ং হি গৌরবজরা-ধিক্কারকেলিস্থলী-
 মানম্মানমসীগুণব্যতিকরপ্রাগল্ভ্যগর্বচ্যুতিঃ ॥১৪॥

শ্মর্শ্চভেদী যজ্ঞগার পেয়ে আস্বাদন,
 যাজ্ঞা করিবারে সবে করি নিবারণ ।
 বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান আদি গুণের গৌরব
 একমাত্র যাজ্ঞায় নাশ করে সব,
 যাজ্ঞায় কুল গর্ষ ধর্ষ সমুদয়,
 এ হুঃখ গৃহীরে যেন সহিতে না হয় ॥ ১৪ ॥

ক গস্তাহসি ? ভ্রাতঃ ! কৃতবসতয়ো যত্র ধনিঃ
 কিমর্থং ? প্রাণানাং স্থিতিমনুবিধাতুং কথমপি ।

ধনৈর্যাজ্ঞানলৈর্কৈর্ননু পরিভবোহভ্যর্থনফলম্
নিকারোহগ্রে পশ্চাঙ্কনমহহ ! ভোস্তুদ্ধি নিধনম্ ॥১৫॥

হে ভ্রাতঃ ! কোথায় তুমি করিছ গমন ?
যাইতেছি তথা যথা আছে ধনিগণ,
কেন তুমি যাইতেছ ধনিজন পাশে ?
জীবিকার জন্য ধন পটুইবার আশে ।
হায় ভাই বিবেচনা নাই কি তোমার ?
যাজ্ঞার অগ্রফল লাভ তিরস্কার ।
পরে যদি ভাগ্য ক্রমে পাও কিছু ধন
সেত নহে ধনলাভ বস্তুতঃ নিধন ॥ ১৫ ॥

প্রাণানাং বত কিং ক্রবে কঠিনতাং কৈরেব সাবিকৃত্য
নিষ্ক্রামস্তি কদাচিদেব হি ন যে যাজ্ঞাবচোত্তিঃ সমম্ ।
আত্মানং পুনরাঙ্কিপামি বিদিতশ্চৈর্যোহপি যেষামহো
মিত্যাশক্তিততদ্বিয়োগবিধুরো যৎ প্রার্থয়ে নিত্যশঃ ॥১৬॥

প্রাণের যে কঠিনতা কি বলিব আর
আপনি সে পরিচয় দিতেছি তাহার ।
যাজ্ঞার মর্শ্বভেদী হুঃখেতে যখন
দেহ ছাড়ি প্রাণ নাহি করয়ে গমন,
হেন হীন প্রাণরক্ষা করিবার আশে
নিষ্ঠ অর্থ প্রার্থী ইহ ধনিজন পাশে ॥ ১৬ ॥

অমীধাং প্রাণানাং তুলিতবিসিনীপত্রপয়সাম্
কৃতে কিং নাহস্ম্যান্তির্বিগলিতবিবেকৈর্ব্যবসিতম্ ।

যদীশানামগ্রে ত্রিবিণকণ-মোহান্ধ মনসাম্
ক্লতং বীতব্রীড়ৈর্নিজগুণকথা-পাতকমপি ॥১৭॥

পদ্মপত্রস্থিত জল বিন্দুর মতন,
অতীব চঞ্চল এই নখর জীবন ।
তথাপি তাহার লাগি কত হেয় কাজ,
করিতে অন্তরে কিছু নাহি ভাবি লাজ ৭
ধনমোহে অন্ধচিত্ত ধনীরা সন্মুখে,
আপনার গুণগান করি নিজ মুখে ৮
এরূপ পাতক কত করি অমুঠান,
রক্ষা করিতেছি হায় নির্দীর্ঘ পুরাণ ॥ ১৭ ॥

ক্লীভংসা বিষয়া জুগুপ্সিততমঃ কায়ো বয়ো গত্বরম্
প্রায়োবন্ধুভিরধ্বনীব পথিকৈর্ঘোগো বিয়োগাবহঃ ।
হাতব্যোহয়মসার এব বিরসঃ সংসার ইত্যাদিকম্
সর্বসৈব হি বাচি চেতসি পুনঃ কস্যাহপি পুণ্যাত্মনঃ ॥১৮॥

জঘন্না ধরার সকল বিষয় ;
স্বনিত এ দেহ রস রক্তময় ;
প্রতিক্রমে আয়ু হইতেছে ক্ষয়,
এজীবন কভু চিরস্থায়ি নয়
পথিকে পথিকে পথেতে যেমতি,
পুত্র মিত্র সহ মোদের তেমতি,
সংযোগ বিয়োগ বিধির নিয়তি,
অন্তথা না হয় তাঁহার লিখন ।
অনিত্য সংসার অনিত্য জীবন
অনিত্য বান্ধব পুত্র পরিজন

মুখেতে অনেকে বলে এ বচন
 ছাড়িতে শক্তি কিন্তু হয় কার ?
 মায়ের নিগড় যে করেছে ভঙ্গ,
 যার হৃদে নহি আশার তরঙ্গ,
 সঙ্কষ্ট যে জন করি সাধুসঙ্গ,
 সফল জনম্ এসংসারে তার ॥ ১৮ ॥

তড়িগ্নালোলং প্রতিদ্বিবসদত্তান্ধতমসম্
 ভবে সৌখ্যং হিহ্না শমসুখমুপাদেয়মনঘম্ ।
 ইতি ব্যক্তোদগারং চটুলনচসঃ শূন্যমনসো
 বয়ং বীতব্রীড়াঃ শুক ইব পঠামঃ পরমমী ॥১৯॥

মানবের বৈষয়িক সুখ যে সকল
 তড়িতের মত হয় অতীব চঞ্চল ।
 বিজলী প্রকাশ অন্তে যথা অন্ধকার
 সুখ অবসানে হয় দুঃখ সে প্রকার ।
 অতএব ইহা হতে হইয়া বিমুখ,
 অবলম্বনীয় এক মাত্র শান্তি সুখ ।
 প্রকাশি এ সব কথা কেবল বচনে
 শুক যথা কৃষ্ণ কথা কহে শূন্য মনে ॥ ১৯ ॥

যদাসৌ দুর্বারঃ প্রসরতি মদশ্চিত্তকরিণঃ
 তদা তস্যোদ্দামপ্রসররসরুঢ়ৈর্ব্যবসিতৈঃ ।
 ক তর্জ্জ্ব্যালানং ক চ নিজকুলাচারনিগড়ঃ
 ক সা লজ্জারজ্জুঃ ক বিনয়কঠোরাঙ্কুশমপি ॥২০॥

চিত্ত রূপ হস্তী হয় উন্নত যখন,
কে পারে আবেগ তার করিতে বারণ ।
ভেঙ্গে যায় ধৈর্য্যরূপ আলান কোথায়,
কুলাচার নিগড়েও বান্ধা নাহি যায়,
লজ্জারূপ রঞ্জু যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া
বিনয় অঙ্কুশ রয় নিস্তেজ পড়িয়া ॥ ২০ ॥

ভিক্ষাশনং ভবনমায়তনৈকদেশঃ
শয্যা মহী পরিজনো নিজদেহমাত্রম্ ।
বাসশ্চ জীর্ণপটখণ্ডনিবন্ধকস্থা
হাহা ! তথাপি বিষয়ান্ন জহাতি চেতঃ ॥ ২১ ॥

ভিক্ষালব্ধ অন্নমাত্র করিয়া ভোজন,
দেবগৃহ প্রান্তে বাস করেছি এখন ।
ধরা শয্যা নিজদেহ মাত্র পরিজন,
জীর্ণ বস্ত্র ছিন্ন কস্থা মাত্র আবরণ ।
হায় হায় চিত্ত হতে বিষয় বাসনা
তথাপিও বিদূরিত হলোনা হলোনা ॥ ২১ ॥

স্বামুদর । সাধু মন্যে শাকৈরপি যদসি লব্ধপরিতোষম্ ।
হতহৃদয়ং হাধিকাম্বিকবাঞ্জাশতদুর্ভরং ন পুনঃ ॥ ২২ ॥

হে উদর সাধু আমি বলিহে তোমারে
পরিতুষ্ট হও তুমি শাকার আঙ্কুরে ।
কিন্তু দেখে পোড়া মন দুর্ভর এমন
শত শত বাহাতেও হয় না পূরণ ॥ ২২ ॥

শুচাং পাত্রং ধাত্রীপরিণতিরমেধ্যপ্রচয়ভূ
 রয়ং ভূতাবাসো বিমূশ কিয়তীং যাতি ন দশাম্ ।
 তদন্নিন্‌ধীরাণ্যম্‌ ক্ৰণমপি কিমাশ্বাতুমুচিতম্
 খলীকারঃ কোহয়ং যদহমহমেবেতি রভসঃ ॥২৩॥

পঞ্চভূত সৃষ্টিতে এ মানব দেহ
 ধ-ণ বিনশ্বর ইহা ভাবে তা কি কেহ ?
 দেহ প্রতি পশুতের আঁহা প্রদর্শন,
 উচিত না হয় ; কিন্তু করৈ সর্বজন ।
 অহং জ্ঞানে,মন্ত, বন্ধ মায়ার প্রভাবে
 প্রত্যক্ষ অসৎ বস্ত সত্য বলি ভাবে ॥ ২৩ ॥

রেতঃশোণিতয়োরিয়ং পরিণতির্বদ্বয় তচ্চাভব-
 ন্মৃত্যোরাস্পদমাত্রয়ো গুরুশুচাং রোগস্য বিশ্রামভূঃ ।
 জানন্নপ্যবশী বিবেকবিরহান্মজ্জন্নবিদ্যান্মুধো
 শৃঙ্গারীয়তি পুত্রকাম্যতি বত ক্ষেত্রীয়তি জ্বীয়তি ॥ ২৪ ॥

শুক্ৰ শোণিতের পরিণাম, এই দেহ
 মৃত্যুর আস্পদ, রোগ শোকাদির গেহ ।
 ইন্দ্রিয় আসক্ত তবু দেখহ মানবে
 অবিদ্যা সাগরে মগ্ন বিবেক অভাবে ।
 পত্নী পুত্র ভূম্যাদির কামনা নিরত
 না পারে এ বৃত্তি হতে হইতে নিরত ॥ ২৪ ॥

কৈতব্বজ্জারবিন্দং ক তদধরমধু কায়তাস্তে কটাক্ষাঃ
 ফালাপাঃ কোমলাস্তে ক স মদনধনুর্ভঙ্গুরো জ্ববিলাসঃ ।

ইথং খট্টোক্তপ্রাকটিপ্রকটিতদশনং মঞ্জুগুঞ্জৎসমীরম্
রাগাঙ্কানামিবোচ্চৈরুপহসতি মহামোহজালং কপালম্ ॥২৫॥

খট্টোক্তপ্রাক্ত সংলগ্ন এক নরশির,
রয়েছে বিকট দস্ত করিয়া বাহির ।
প্রবিষ্ট তাহার মাঝে হয়ে সমীরণ
করিতেছে স্নমধুর ধ্বনিউৎপাদন ।
বোধ হয় যেন অল্পরাগ ঝঙ্কনরে,
কহিতেছে এই কথা উপহাস করে ।
কোথায় এখন সেই প্রকৃত বদন ?
অধরে মধুর হাসি মধুর বচন ?
কুটিল কটাক্ষ জাল কোথায় রহিল
বলি উপহাস করে মহামোহ জাল ॥ ২৫ ॥

শৃণু হৃদয় ! রহস্যং বৎ প্রশস্তং মুনীনাম্
ন খলু ন খলু যোষিৎসম্মিধিঃ সংবিধেয়ঃ ।
হরতি হি হরিগাঙ্কৌ ক্ষিপ্রমক্ষিকুরপ্রৈঃ
পিহিতশমতনুত্রং চিত্তমপ্যুক্তমানাম্ ॥ ২৬ ॥

একটা রহস্য বলি তোমার হৃদয়
মুনিগণ পক্ষে যাহা সুপ্রশস্ত হয় ।
করোনা করোনা ক্ষুভ নারী কাছে বাস
কারণ চরমকল তার সর্বনাশ ।
ক্রকুটী নয়ন বাণ এত তীক্ষ্ণধার
শাস্তিবর্ষ ভেদি—করে চিত্ত অধিকার ॥ ২৬ ॥

সমাল্লিঙ্ঘ্যত্যাচৈর্ঘনপিশিতপিণ্ডং স্তনধিয়া
 মুখং লালাক্লিন্নং পিবতি চষকং সাগবমিব ।
 অমেধ্যাক্লেদার্জে পথি চ রমতে স্পর্শরসিকো
 মহামোহান্ধানাং কিমিব রমণীয়ং ন ভবতি ॥ ২৬ ॥

স্পর্শরসলোলুপ মদনমত্ত নরে
 স্নানসপিণ্ডে স্তন বলি বিঘর্দন করে ।
 লালাক্লিন্ন মুখে মুখ করিয়া প্রদান ।
 সৌধুপূর্ণ পাত্র বোধে স্নেহে করে পান ।
 ক্লেদার্জ চর্ক বিবর অপরিত্র অতি
 তথাপি তাহাতে নর স্নেহে করে রতি,
 হার ! যারা মায়া মোহে অন্ধীভূত হয়
 তাহাদের পক্ষে কিবা রমণীয় নয় ? ॥ ২৭ ॥

অয়মবিচারিতচারুতয়া সংসারো বিভ্রাতি রমণীয়ঃ ।
 অত্র পুনঃ পরমার্থদৃশাং ন কিমপি সাররমণীয়ং ॥ ২৮ ॥

মোহান্ধ মনুষ্য নারে করিতে বিচার,
 তাই পৃথিবীর সব রমণীয় তার ।
 জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত বিবেকী জনার
 কাছে কিন্তু এ জগতে সকলি অসার ॥ ২৮ ॥

কেনাপ্যনর্থকচিনা কপটং প্রযুক্ত
 মেতৎ স্নেহং স্বজনং ক্ষুময়ং বিচিত্রম্ ।
 কস্তাহত্রৈ কঃ পরিজনঃ স্বজনো জনো বা
 স্বপ্নেন্দ্রজালসদৃশঃ খলু জীবলোকঃ ॥ ২৯ ॥

ଅନର୍ଥକ୍ରିଚି ପୁକ୍ଷ୍ୟ ଅଛୁତ କୌଶଳେ
 ବାଧିଗାଢ଼େ ମାୟା ମୋହେ ମାନବ ସକଳେ ।
 ନତୁବା କେ ଦାରା ପୁତ୍ର କେ କାର ସ୍ଵଜନ ?
 ଇଚ୍ଛାଜାଳ ସମ କିନ୍ଦା ନିଶାର ସ୍ଵପନ ॥ ୨୯ ॥

ଆରମ୍ଭଃ ସଂଶୟାନାମବିନୟଭବନଃ ପତ୍ତନଃ ୤ ସାହସାନାମ୍
 ଦୋଷାଣାଂ ସନ୍ନିଧାନଂ କପଟଶତମୟଂ କ୍ଳେତ୍ରମପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷନାମ୍ ।
 ଦୁଷ୍ଟାଞ୍ଜ୍ୟଂ ସନ୍ମହନ୍ତିଃ ସୁରନରବିଷତୈଃ ସ୍ଵର୍ବମାୟାକରଣମ୍
 ସ୍ତ୍ରୀରୂପଂ କେନ ଲୋକେ ବିଷ୍ଣୁମ୍ଭୂତମୟଂ ଧର୍ମନାଶାୟ ସ୍ଵର୍ଗମ୍ ॥୩୦॥

ଉପଜ୍ଞେ ସଂଶୟ ଯାହେ ଅବିନୟାବାସି,
 ଛଃଃସାହସ ଭିକ୍ତି ଦୋଷରାଶିର ବିକାଶ,
 ଅପ୍ରାତ୍ୟୟ କ୍ଳେତ୍ର ଯାହା, ଶଠତା ବରଣ,
 ମାୟାର ଦୃଢ଼ ଆଧାର, ଲୋଭର କାରଣ ;
 ସୁରନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧୁ କହ କଷ୍ଟ କରି
 ଏବେଶେ ଶାନ୍ତିର ପଥେ ଯାହେ ପରିହରି ;
 କେବା ଜଗତର ଧର୍ମ ନାଶର କାରଣ
 ସୁଧା ମାଧା ନାରୀବିଷ କରେଛେ ସ୍ଵଜନ ? ॥ ୩୦ ॥

ଯଦା ପ୍ରକୃତ୍ୟେବ ଜନସ୍ଠ ରାଗିଣୋ
 ଭୂଶଂ ପ୍ରଦୀପ୍ତୋ ହୁଦି ମନ୍ମଥାନଳଃ
 ତଦାହତ୍ର ଭୂୟଃ କିମନର୍ଥପିପ୍ତୁତୈଃ
 କୁକାବ୍ୟହବ୍ୟାହତୟୋ ନିବେଶିତାଃ ॥୩୧ ॥

ଯଦନ ବିଷ୍ଣୁସକ୍ତ ଲୋକେର ହୃଦୟେ
 ସ୍ଵଭାବତଃ କାମାନଳ ପ୍ରଞ୍ଜଳିତ ରହେ

কেন তাহে বল দেখি অনর্থ পণ্ডিত
কুকাব্য হব্য আহতি প্রদানেতে রত ॥ ৩১ ॥

দধতি তাবদমী বিষয়াঃ সুখম্
স্ফুরতি ধাবদিয়ং হৃদি মূঢ়তা ।
মনসি তদ্বৃতিদাস্ত্ব বিবেচকে
ক বিষয়াঃ ক সুখং ক পরিগ্রহাঃ ॥ ৩২ ॥

যাবৎ মূঢ়তা মন করে ন্দিকার ,
তাবৎ বিষয় সুখ ভাবে নর সার ;
তদ্বিৎ বিবেচক সাধু যেই জন
কোথা তার সুখ হুঃখ, কোথা পরিজন ? ॥ ৩২ ॥

নিঃস্বো বষ্টি শতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপো
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশ্বরং পুনঃ ।
চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতিত্র্যম্পাদং বাঞ্ছতি
ত্রয়্যা বিষ্ণুপদং পুনঃ পুনরহো আশাবধিং কো গতঃ ॥ ৩৩

ধনহীন করে শত মুদ্রার কামনা
আছে উহা যার, তার সহস্রে বাসনা ;
সহস্র যাগার আছে, লক্ষেতে প্রয়াস,
লক্ষপতি করে, সদা রাজস্বের আশ ।
রাজ্যে তাহে সার্কভৌম সম্রাটের পদ
সম্রাট লভিতে চাহে ইন্দ্রের সম্পদ ।
ইন্দ্রের আকাজকা মনে লভিতে ব্রহ্ম
ব্রহ্মা চাহে বিষ্ণুপদ করিতে আয়ত্ত ।

কিছুতেই নাহি হয় পূর্ণ যে আশার
তাহার সীমান্তে যেতে শক্তি কাহার ? ॥ ৩৩ ॥

যদা পূর্ব্বং নাসীদুপরি চ তথা নৈব ভবিতা
তদা মধ্যাবস্থাক্ষণপরিচয়ো ভূতনিচয়ঃ ।
অতঃ সংযোগেহস্মিন্ পরিণতিবিয়েগে চ সহজে
কিমাধারঃ প্রেমা কিমধিকরুণাঃ সস্তু চ শুচঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চভূতময় এই শরীর যেমুন
ছিল না পূর্বেও পরে রবে না যখন ;
তবে এর মধ্যাবস্থা অত্যন্ত সঙ্গ
হইয়াছে উহার সহিত পরিচয় ;
সংযোগ বিয়োগ এর মধ্যেতে ঘটন
অবশ্য হইবে, তাহা অসাধ্য লঙ্ঘন ।
তবে কার 'পরি করি প্রণয় স্থাপন
কার বা বিয়োগে হই শোকেতে কান ? ॥ ৩৪ ॥

ইন্দ্রশ্যাহশুচিশুকরশ্য চ স্নুখে দুঃখে চ নাস্ত্যস্তরম্
স্বেচ্ছাকল্পনয়াহনয়োঃ খলু স্নুধা বিষ্ঠা চ কাম্যাশনম্ ।
রস্তা চাহশুচিশুকরী চ পরমপ্রেমাষ্পদং মৃত্যুতঃ
সন্মাসোপি সমঃ স্বকর্্মগতিভিষ্চাত্মোহস্ত্যভাবঃ সমঃ ॥৩৫॥

দেব কুলপতি ইন্দ্র ত্রিদিব ঈশ্বর
আর অপবিত্র পশু অধম শূকর
স্নুখ দুঃখ উভয়েরি দেখিলে বিচারি
পরম্পরে বিভিন্নতা বুঝিবারে নারি ;

বাঞ্ছনীয় খাঞ্চ সুখা ইচ্ছের যেমতি
 শূকরের অভিলাষ বিষ্ঠাতে তেমতি ।
 প্রথমের পাত্রী রজ্জা ইচ্ছের যেমন,
 শূকরের প্রেমপাত্রী শূকরী তেমন ;
 মৃত্যুতে সমান ভয় দৌহার অন্তরে
 আর আর ভাব তথা কৰ্ম্ম অনুসারে ॥ ৩৫ ॥

কৃমিকুলচিতং গালাকর্ণং বিগাঙ্ক জুগুপ্সিতম্
 নিরুপম-রসপ্রীত্যা খাদল্পরাশ্চি নিরামিষম্ ।
 সুরপতিমপি স্থা পার্শ্বস্থং সশঙ্কিতমীক্ৰতে
 ন হি গণয়তি ক্ষুদ্রো লোকঃ পরিগ্রহফল্লতাম্ ॥ ৩৬ ॥

কৃমিময় লালাক্রিয়,
 পুতি গন্ধ মাংসশূল
 নরাশ্চি কুকুর যবে করয়ে চৰ্বেণ ;
 সে সময় তার পাশে,
 যদি দেবরাজ আশে
 দৃষ্টি তাঁর প্রতি তার সভয় তখন ।
 পাছে কেহ কাড়ি হয় মনে মনে এই ভয়
 মধ্যে মধ্যে চারি পাশে দৃষ্টিপাত করে ;
 নীচাশয় লোক যত,
 নীচ দ্রব্যে হয় রত
 ক্ষুদ্রকে বৃহৎ ভাবে যত নীচ নরে ॥ ৩৬ ॥

অমীষাং জন্তুনাং কতিপয়নিমেবস্থিতিজুযাম্
 বিয়োগে বীরাগাং ক ইহ পরিতাপস্ত বিষয়ঃ ।
 কণাভূৎশন্যৈঃ বিলয়মপি যাস্তি ক্রণমমী
 ন কেহপি স্থাতারঃ সুরগিরিপয়োধিপ্রভৃতয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

এই তুচ্ছ জীব ক্রণস্থারী কতিপয়
 ক্রণেতে উৎপত্তি যার ক্রণেতে বিলয়,

তাদের বিরহে তুমি কেন হে কাতর ?
 অমর ত নহে কেহ সকলেই মর ।
 জান না কি স্মর নর সাগরাদি যত
 কাল বশে সকলেই হইবে নিহত ? ॥৩৭ ॥

পুত্রঃ স্মাদিতি দুঃখিতঃ সতি স্মৃতে তস্ম্যাময়ে দুঃখিত
 স্তদুঃখাধিকমর্জ্জনে তদনয়ে তন্মৌখ্যতো দুঃখিতঃ ।
 জাতশ্চেৎ সগুণোহথ তন্মুতিভয়ং তস্মিন্মৃতে দুঃখিতঃ
 পুত্রব্যাজমুপাগতো রিপুর্য়ুং মা কস্যচিভ্জায়তাম্ ॥ ৩৮ ॥

অপুত্রক ভাবে মোর হবে কি তনয়
 এই আশা গ্রহে কত কষ্ট পেতে হয় ।
 পুত্র হলে পরে যদি পীড়া হয় তার
 সর্বদা উদ্বিগ্ন কিনে হবে প্রতিকার
 পরে যদি সেই পুত্র হয় ছুরাচার
 মন-ক্লেশ পেতে হয় অশেষ প্রকার ;
 ভাগ্যক্রমে পুত্র যদি গুণবান্ হয়
 পাছে অমঙ্গল ঘটে নিয়ত এ ভয় ;
 যদি হয় মৃত্যুগ্রাসে পতিত তনয়
 সে যে মন্দভেদী দুঃখ বর্ণিবার নয় ;
 পুত্র নামধারী মাত্র কাজে কিন্তু নয়
 আহা ! হেন শত্রু যেন কাহারো না হয় ॥ ৩৮

অর্ধপ্রাণবিনাশসংশয়করীং প্রাপ্যাপদং দুস্তরাম্
 প্রত্যাসন্নভয়ং ন বেত্তি বিভবং স্বং জীবিতং কাঙ্ক্ষতি ।

উত্তীর্ণস্ত ততো ধনার্থমপরাং ভূয়ো বিশত্যাপদম্
প্রাণানাঞ্চ ধনস্ত চাহমধিয়ামন্যোন্তহেতুঃ পণঃ ॥ ৩৯ ॥

ধন প্রাণ উত্তরের, শঙ্কা বাহে বিনাশের,
উপস্থিত হয় যদি এরূপ ঘটনা ;
জীবন রক্ষার স্তরে, বিশেষ যতন করে,
অর্থনাশ ছন্ন তার ক্ষুরে না গণনা !
যদি সে বিপদ হভে, মুক্তি লভে কোন মতে
পুনঃ লালায়িত হয়, তাহার কারণ ;
অর্থ লাগি প্রাণপণ, প্রাণ হেতু ত্যজে ধন,
হায়, লঘুচেতা কেবা নয়ের মতন ॥ ৪০

স্থিরাপায়ঃ কায়ঃ প্রণয়িষু স্তখং স্বেৰ্য্যাবিমুখম্
মহারোগা ভোগাঃ কুবলয়দৃশঃ সর্পসদৃশঃ ।
গৃহাবেশঃ ক্লেশঃ প্রকৃতিচপলা শ্রীরপি খলা
যমঃ স্বেরী বৈরী তদপি ন হিতং কৰ্ম্ম বিহিতম্ ॥ ৪০ ॥

এই পঞ্চ ভৌতিক দেহ হইবে বিশেষ
চঞ্চল প্রেমাঙ্গি স্তখভোগে মহা ক্লেশ,
বিষধরী সম নারী যন্ত্রণাআকর
গৃহাভিভিবেশে হয় কষ্ট বহুতর ।
প্রকৃতি-সুখি লক্ষী চঞ্চলা একান্ত
স্বৈচ্ছাচারী বৈরী অতি হরন্ত কৃতান্ত,
হায় এ অবস্থাতেও না হইল জ্ঞান
আস্বহিত-কর কৰ্ম্ম হল না বিধান ॥ ৪০ ॥

বিমলমতিভিঃ কৈরপ্যেতজ্জগজ্জনিতং পুরা
 বিবৃতমপরৈর্দত্তধানৈর্বিজিত্য তৃণং যথা ।
 ইহ হি ভুবনাগ্ৰেণে বীরাশ্চতুর্দশ ভুঞ্জতে
 কতিপয়পুরস্বাম্যে পুংসাং ক এষ মদজ্বরঃ ॥ ৪১ ॥

সুবিমল মতি পূর্বে কোন জন,
 করেছেন এই জগৎ সৃজন,
 স্রুশ্রুতলে কোন পুরুষ রতন,
 করেছেন তার রক্ষা বিধান ।
 মহাপরাক্রমে কেহ বা অন্ববার
 করি সসাগরা ধরা অধিকার ।
 আসক্তি তাহার করি পরিহার
 তৃণসম অগ্রে করিলা দান ।
 কোন অধিতীয় পুরুষ রতন
 যাহার অধীন এই চৌদ্দ ভুবন,
 উপভোগ যার করিছে সে জন,
 জান কি সে জন কি ভাবে রয় ?
 কতিপয় গ্রাম অধিকারে যার
 করে সে মানব কত অহঙ্কার
 দস্ত ভরে হেরে ধরা সরাকার
 এ হতে অদ্ভুত আর কি হয় ? ॥ ৪১ ॥

রম্যং হর্ষ্যতলং ন কিং রসতয়ে শ্রাব্যং ন গীতাদিকম্
 কিংবা প্রাণসমা-সমাগম-সুখং নৈবাধিকপ্রীতয়ে ।
 কিংস্তু প্রাস্তপতৎপতঙ্গপবনব্যালোলদীপাকুর
 চ্ছায়াচঞ্চলমাকল্য সফলং সন্তো বনাস্তং গতাঃ ॥ ৪২ ॥

ধনি জন উপযোগী অট্টালিকা বাস,
 হয় নাকি সুখকর, কে না করে আশ ?
 সুমধুর গীত বাস্ত করিয়া শ্রবণ,
 কাহার নহি হয় বল চিত্ত বিনোদন ?
 প্রাণসর্গমা প্রিয়তমা সমাগমে সুখ,
 কে না অসুভব করে, কে তাহে বিমুখ ?
 কিন্তু, দেখ কত কাল এ সুখ নিচয়
 সমভাবে আমাদের নিকটেতে রয় ?
 প্রদীপে পতনশীল পর্ভঙ্গ সকল
 পক্ষ তাহাদের যথা পদনে চঞ্চল ।
 সেরূপ এ সুখ সব বুদ্ধি সাধুগণ
 নিত্য সুখ কামনায় প্রবেশে কানন ॥ ৪২ ॥

আস্ত্রামকণ্টকমিদং বসুধাধিপত্যম্
 ত্রৈলোক্যরাজ্যমপি নৈব তৃণায় মন্যে ।
 নিঃশঙ্ক-সুপ্তহরিণীকুলসঙ্কুলাসু
 চেতঃ পরং চলতি শৈলবনস্থলীষু ॥ ৪৩ ॥

অকণ্টক ধরা রাজ্য থাকুক অমনি
 ত্রিলোক রাজত্বে নাহি তৃণ সম গণি ।
 সেই শৈল বনে মন ধাইছে কেবল
 নিঃশঙ্ক-সুপ্ত হরিণীর দল ॥ ৪৩ ॥

হরিণ-চরণ-সুগ্ৰোপাস্ত্রাঃ সশাছলনির্ঝরাঃ
 কুসুমললিতৈ বিশ্বগ্বাতৈস্তরঙ্গিতপাদপাঃ ।

বিবিধ-বিহগ-শ্রেণী-চিত্রধ্বনি-প্রতিনাদিতা

মনসি ন মুদং কস্যাদধ্যঃ শিবা বনভূময়ঃ ॥ ৪৪ ॥

প্রান্ত ভূমি যার মৃগ ক্ষুরেতে খণ্ডিত
নবীন শ্রামল তৃণে যে স্থান মণ্ডিত ।
রক্ত কাস্তির ছটা নির্ঝরিণী ঝরে
কুসুম সুরভি সদা বহে বায়ু ভরে ।
পবনে ছলিছে যথা বৃক্ষলতাগণ
বিবিধ বিহঙ্গ সদা করে কলস্বন ।
হেন শাস্তি নিকেতন অগণ্যে কাহার
বিমল আনন্দ সুখ না হয় অগার ? ॥ ৪৪ ॥

তে তীক্ষ্ণ-দুর্জজন-কিরাত-শরৈ ন ভিন্না
ধন্যাস্ত এব শমসৌখ্যভুজস্তু এব ।
সীমস্তিনীভুজলতা-গহনং ব্যাদস্যা
যেহবস্থিতাঃ শমসুখেষু তপোবনেষু ॥ ৪৫ ॥

ছষ্ট জন কিরাতের তীক্ষ্ণবাক্য শর
ছিন্ন ভিন্ন করে নাকো ভাহার অন্তর ।
তাহারাই শাস্তি সুখ করে অহুভব
ধন্ত হয় ধরা মাঝে সে সব মানব ।
সীমস্তিনী ভুজপাশ করি উন্মোচন
শাস্তি মগ্ন তপোবনে প্রবিষ্ট যে জন ॥ ৪৫ ॥

কুরঙ্গাঃ ! কল্যাণং প্রতিবিটপমারোগ্যমটরী !
শ্রবস্তি ! ক্ষেমস্তে পুলিন ! কুশলং ভদ্রমুপলাঃ ! ।

নিশাস্তাদস্বস্তাং কথমপি বিনিস্ক্রান্তমধুনা
মনোহস্ম্যাকং দীর্ঘানভিলষতি যুস্মৎপরিচরান্ ॥ ৪৬ ॥

কহ মৃগ ভাল আছ ত সকল
কহ বন তব শাখার কুশল,
কহ এবাহিণি তোমার মঙ্গল
হে শিবপুলিন আছ কেমন ।
বহ ক্লেশ-কর আপন আলয়
ছাড়ি আসি হেথা শান্তির আশয়
তোমাদের সহ স্থায়ী পরিচয়
রহে যেন কুরি এই মনন ॥ ৪৬ ॥

বাসো বঙ্কলমাস্তরঃ কিশলয়ান্যোকস্তরুণাম্ তলম্
মূলানি ক্রতয়ে ক্ষুধাং গিরিনদী-তোয়ং তৃষা-শাস্তয়ে ।
ক্রীড়ামুগ্ধমৃগৈর্বয়াংসি স্নহদোনক্তং প্রদীপঃ শশী
স্বাধীনে বিভবে তথাপি কৃপণা যাচস্ত ইত্যদ্ভুতম্ ॥ ৪৭ ॥

আমাদের যাহা কিছু প্রয়োজন হয়
তপোবনে সে সম্পত্তি আছে সমুদয় ।
বৃক্ষের বঙ্কলে হয় দেহ আবরণ,
তরু তল গৃহ, কিশলয় আস্তরণ ।
ক্ষুধা শান্তি করে তথা মিষ্ট ফলমূল
তৃষ্ণা নিবারণ করে নির্ঝরিনীকুল ।
ক্রীড়া মুগ্ধ মৃগ সহ, বন্ধু বিজগণ
নিশাকর-করে শীপে নাহি প্রয়োজন ।
একুপ সহজলভ্য সম্পত্তি থাকিতে
দীন ভাবে যার লোক যাচঞা করিতে ॥ ৪৭ ॥

শয্যা শাদ্বল মাসনং শুচিশিলা সন্ম ক্রমাগামধঃ
 শীতং নিৰ্ভরবারি পানমশনং কন্দঃ সহায়্য মৃগাঃ ।
 ইত্য প্রার্থিত-লভ্য-সৰ্ব্ব-বিভবে দোষোহয়মেকোবনে
 দুপ্রাপার্থিনি যৎ পরার্থ-ঘটনাবন্ধং বিনা স্থীয়তে ॥ ৪৮ ॥

কি করিব তপোবন মহিমা কীৰ্ত্তন
 তৃণাবৃত ভূমি শয্যা শুচি শিলাসন ।
 তরুতল বাসগৃহ, ভোজ্য ফল মূল
 প্রেশবণ তৃষ্ণা নাশে, বহু মৃগকুল ।
 বিনা প্রার্থনায় লোকে প্ৰায় সমুদয়
 কিন্তু, এক মাত্র দোষ সে স্থানেতে হয় ।
 যদি পর প্রয়োজন সাধনে আশয়,
 নিৰ্কাপার হয়ে তথা থাকিবারে হয় ।
 পান ভোজনাদি দ্রব্য বিনা যত্নে পায় ;
 এ নিমিত্ত প্রার্থী জনে দেখা নাহি যায় ॥ ৪৮ ॥

অলমতিচপলত্বাৎ স্বপ্নমায়োপমত্বাৎ
 পরিণতিবিরসত্বাৎ সঙ্গমেনাহঙ্গনায়াঃ ।
 ইতি যদি শতকৃত্তস্তত্ত্বমালোচয়াম-
 স্তদপি ন হরিণাঙ্কীং বিস্মরত্যস্তুরাত্মা ॥ ৪৯ ॥

স্বপ্ন সম অপদার্থ জ্ঞাতী৷ চঞ্চল,
 পরিণামে রসহীন অঙ্গনা সকল ।
 কিবা প্রয়োজন আছে সংসর্গে তাহার,
 কর্তব্য সৰ্ব্বতোভাবে উহা পরিহার ।

শতবার এই তব্ধ ভাবি যদি চিতে
তবু মৃগনরনারে পারিনা ভুলিতে ॥ ৪৯ ॥

পূরয়িত্বাহর্ষিনামাশাং প্রিয়ং কৃত্বা দ্বিষামপি ।
পারং গত্বা শ্রুতোঘস্য ধন্যা বনমুপাগতাঃ ॥ ৫০ ॥
প্রার্থীর প্রার্থনা যেনা করিয়া পুরণ
শত্রুদের প্রিয় কার্য্য করি সম্পাদন
শান্ত জ্ঞান লভি করে 'অরণ্যে গমন
ধরাতল মাঝে ধন্য হয় সেই জন ॥ ৫০ ॥

আহারঃ ফলমূলমাত্মরুচিরং শয্যা মহৌ বন্ধলম্
সম্বীতায় পরিচ্ছদঃ কুশসমিৎপুষ্পাণি পুত্রা মৃগাঃ ।
বস্ত্রান্নাশ্রয়দানভোগবিভবৈর্নির্বন্ত্রণাঃশাখিনো
মিত্রাণীত্যধিকং গৃহেষু গৃহিণাং কিং নাম দুঃখাদৃতে ॥৫১॥

আহারের জন্য মিলে ইচ্ছা মত ফল,
ভূমি শয্যা, আচ্ছাদন নিমিত্ত বাকল ।
কুশ পুষ্প সমিাদি নানোপকরণ,
মৃগ পুত্র কোথা সব সুলভ এমন ?
কোথা দানশীল মিত্র বৃক্ষের সমান,
অক্লেশে আশ্রয় অন্ন বস্ত্র করে দান ?
অথবা অরণ্যে লভি স্মৃথ এ প্রকার
দুঃখ ভিন্ন গৃহিণীহে কিবা আছে আর ॥ ৫১ ॥

নিঃস্বভাবভবভাবনয়া তে
সার্বভৌম-ভবনং বনবাসঃ ।

বালিশো হি বিষয়েন্দ্রিয়চৌরৈ
শ্মৃষ্যতে স্বভবনে চ বনে চ ॥ ৫২ ॥

সতত সংসার চিন্তা বিষয়ান্নুরাগ
করেছে যে জন এই সব পরিত্যাগ
মহারাজ চক্রবর্ত্তি ভবনেতে বাস,
করিলেও তার পক্ষে তুল্য বনবাস ।
তত্ত্বজ্ঞানহীন যারা অত্যন্ত অজ্ঞান,
কি ভবন কি বিপিন তাঁদের সমান,
বিষয় ইন্দ্রিয় রূপ চোর চৌরচিত
গৃহে বনে সমভাবে হতেছে বঞ্চিত ॥ ৫২ ॥

বনেহপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাম্
গৃহেষু পক্ষেন্দ্রিয়-নিগ্রহস্তপঃ ।
অকুৎসিতে কৰ্ম্মণি য প্রবর্ত্ততে
নিবৃত্তরাগস্ত গৃহং তপোবনম্ ॥ ৫৩ ॥

বিভবাভিভূত লোক বনে যদি যায়,
সেখানেও দোষ হতে মুক্তি নাহি পায় ।
হইয়া আশঙ্কিত গৃহে যদি রয়,
দমন করিতে পারে ইন্দ্রিয় নিচয় ।
বিরত গর্হিত কৰ্ম্মে সত্যে ধীর মন
সমান তাঁহার পক্ষে গৃহ তপোবন ॥ ৫৩ ॥

বিবেকঃ কিং সোহপি স্বরস-জনিতা যত্র ন কৃপা
স কিং মার্গো যন্মিন্ন ভবতি পরানুগ্রহরসঃ ।

স কিং ধর্মো যত্র স্ফুরতি ন পরদ্রোহ-বিরতিঃ
 শ্রুতং তদ্বা কিং স্যাद्रূপশমপদং যন্ন নয়তি ॥ ৫৪

রূপা শ্রোত্ব যাহে নাহি প্রবাহিত হয়
 সে রূপ বিবেকে বল বিবেক কে কর ?
 পরহুঃখ নাশে যাতে প্রীতি না জন্মায়
 একরূপ উপায় কভু নহে সহপায় ।
 সে ধর্মে ধর্মের মধ্যে করি না গণন,
 পরহিংসা বৃদ্ধি যাহে হয়না দমন ।
 কি কাজ লভিয়া বল হেন শাস্ত্র জ্ঞান ?
 যাহে শান্তিরূপ ফল না করে প্রদান ॥ ৫৪ ॥

স্থূল-প্রাবরণোহতিবৃন্তকথকঃ কাশাশ্রুলালাবিলো
 ভগ্নোরঃকটিপৃষ্ঠজানুদশনো বাচাহতিথীন্ বারয়ন্ ।
 শৃগুন্ ধ্বষ্ট-বধুবচাংসি ধনুষা সঙ্খাসয়ন্ বায়সান্
 আশাপাশনিবন্ধজীববিশ্লগো বৃদ্ধোগৃহে গায়তি ॥ ৫৫ ॥

কি ছর্দশা মুখ বৃদ্ধের এখন,
 স্থূল বস্ত্রে করি অঙ্গ আচ্ছাদন,
 বসি যেন জড় পিণ্ডের মতন,
 অতীত বিষয়ে করয়ে কীর্তন ।
 অশ্রু ও শালায় প্রাবিত বদন,
 কটি, পৃষ্ঠ, জানু, ভেদেছে দর্শন,
 অম্পষ্ট বচনে করিছে বারণ
 আসিতে অতিথি ভিক্ষুকগণ ।
 মধ্যে মধ্যে বৃষ্টভাবে বধুগণ,

বলিছে তাহারে কঠোর বচন,
 তবুও দুৰ্ব্বাক্য করিয়া শ্রবণ,
 ত্রাসিতে বায়সে ধনু দেখায় ;
 ফুরায়েছে দিন কবে কাল আসে,
 তথাপি নিবন্ধ শত আশা পাশে
 এখনো চাহেনা যেতে শান্তি বাসে,
 অঙ্কুত মায়ার মহিমা হারি! ॥ ৫৫০ ॥

অগ্রে কস্যচিদস্তি কিঞ্চিদভিত্তঃ কেনাপি পৃষ্ঠে কৃতঃ
 সংসারঃ শিশুভাবর্ষৌবনজরভৌরাবতারাদয়ম্ ।
 বালত্বং বহুমন্ত্যতামশূলতং প্রাপ্তং যুবা সেবতাম্
 বৃদ্ধত্বং বিষয়াঘহিক্তত ইব ব্যাবৃত্য কিং পশ্যসি ॥ ৫৬ ॥

শৈশব যৌবন জরা কাল অনুসারে
 আগে পিছে ঘেরে আছে মানবে সংসারে,
 পূর্বে পাই নাই বলি বালক উহার
 রমণীয় ভাবে তাই লভিবারে চায় ।
 ছলভ সংসার সুখ পেতেছে এখন,
 ভাবিয়া সেবায় তার রত যুবগণ ।
 কিন্তু বৃদ্ধ সংসারের সুখ শেষ যার
 তার কেন এর প্রতি দৃষ্টি অনিবার ॥ ৫৬ ॥

পুত্রদারাদিসংসারঃ পুংসাং সংযুচ্যেতসাম্ ।
 বিদুষাং শাস্ত্রসংসারঃ সদযোগাভ্যাসবিল্লহৎ ॥ ৫৭ ॥
 মৃত্ত ভাবে দারা পুত্র কেবল সংসার,
 সংক্রিয়া বিনষ্ট হয় প্রভাবে বাহার ।

শাস্তিই সংসার হয় সুধীগণ পাশ
যার ফল যোগাভ্যাস বিয় করে নাশ ॥ ৫৭ ॥

মহতা-পুণ্য-পণ্যেন ক্রীতেয়ং কায়নৌত্তর্য্য ।
পারং দ্ধুঃখোদধেৰ্গস্তং ত্বন্ন যাবন্ন ভিত্ততে ॥ ৫৮ ॥

কতই যৎ পুণ্য রূপ পণ্য দিয়া
লইয়াছ এই দেহ তরপি কিনিয়া,
যে অবধি দেহতরী ভাঙ্গিয়া না যায়
দুঃখার্ণব পারে যেতে করি সহুপায় ॥ ৫৮ ॥

দিবসরজনীকূলচ্ছেদৈঃ পতন্তিরনারতম্
বহতি নিকটে কাল-শ্রোতঃ সমস্তভয়াবহম্-
ইহ হি পততাং নাস্ত্যালম্বো নচাপি নিবর্তনম্
তদিহ বিদুযাং মোহঃ কোহয়ং যদেষ মদাবিলঃ ॥৫৯

দিবারাত্রি রূপ তর্ক করি নিপাতিত,
ভয়ঙ্কর বেগে কর্ণ শ্রোত প্রবাহিত ।
পতিত হইলে সেই শ্রোতে একবার,
কোন অবলম্ব নাই ফিরি আসিবার ।
জানিতে পারিয়া এই তত্ত্ব সমুদয়
তথাপি মানব মোহে মুগ্ধ হয়ে রয় ॥ ৫৯ ॥

অবশ্যং দাতারশ্চিরতরমুষিহ্বাপি বিষয়া
বিয়োগে কো ভেদস্ত্যজতি ন জনো যৎ স্বয়মমূন ।
ব্রহ্মস্তুঃ স্বাতন্ত্র্যাৎ পরমপরিতাপায় মনসঃ
স্বয়ং ত্যক্তা হেতে শম সুখমনস্তং বিদধতি ॥ ৬০ ॥

বহুদিন অবস্থিতি করিলে বিষয়,
 পরিশেষে নাশ তার হইবে নিশ্চয় ।
 একরূপ অবস্থা বার কি হেতু তাহারে,
 আপনা হইতে লোক ছাড়িতে না পারে ?
 বিষয় যতপি ছেড়ে আমাদের যায়,
 কত পরিতাপ দেখ উপজে তাহার ।
 স্ব-ইচ্ছায় যেবা হয় উহাতে বিমুখ
 তার ভাগ্যে লাভ হয় চির শাস্তি সুখ ॥ ৬০ ॥

ভবারণ্যং ভীমং তনু-গৃহমিদং ছিদ্ধবহুলম্
 বলী কালশ্চোরো নিয়তমসিতা মোহরজনী ।
 গৃহীত্বা জ্ঞানাসিং বিরতি-ফলকং শীলকবচম্
 সমাধানং কৃৎস্না স্থিরতর-দৃশো জাগৃত জনাঃ ! ॥ ৬১ ॥

সংসার কানন হয়, অতি ভয়ঙ্কর
 দেহ রূপ গৃহ মাঝে ছিদ্র বহুতর
 বলীমান্ কাল চোর সর্বত্র ভ্রমিছে,
 মোহ নিশা অন্ধকারে আছন্ন করিছে ।
 অতএব জাগরিত হও জনগণ
 জ্ঞানাসি বিবেকফলা করহ গ্রহণ
 শীলতাকবচে আবল্লিয়া কলেবর
 সাবধান চিন্তে দৃষ্টি রাখ শক্রপর ॥ ৬১ ॥

গৃহে পর্য্যন্তুস্থে দ্রবিন-কণমোষণে শ্রুতবতা
 স্ববেশ্মন্যারক্ষা ক্রিয়ত ইতি মার্গোহয়মুচিতঃ !

নরান্ গেহাদেহাৎ প্রতিদিবসমাকৃষ্য নয়তঃ
কৃতান্তাৎ কিং শক্। ন হি ভবতি রে জাগৃত জনাঃ ! ॥৬২॥

প্রতিবাসীগৃহে চোর প্রবেশিয়া
গিয়াছে ধনাদি করি হরণ ।
ভাগ্যে ধরেছ এ কথা শুনিয়া,
দিয়াছ স্বগৃহ নক্ষার মন ।
কিন্তু, প্রতিদিন দেহ গৃহ হতে,
হরে পরমায়ু দ্রষ্ট শমন ।
আশঙ্কা ইহাতে অন্তরে উদয়,
হয় না কিছু হে জাগহ জন ॥ ৬২ ॥

সুক্তিং কর্ণসুধাং বানক্তু স্নজ্ঞনস্তস্মিন্ন মোদামহে
ক্রতাং বাচমসূয়কো বিষমুচং তস্মিন্ন স্থিছামহে ।
যা যস্য প্রকৃতিঃ স তাং বিতনুতাং কিন্নস্তয়া চিন্তয়া
কুর্নস্তৎ খলু কৰ্ম্ম জন্মনিগড়চ্ছেদায় যজ্জায়তে ॥৬৩॥

কর্ণে যদি বর্ষে সুধা আমার স্নজন,
সস্তুষ্ট তাহাতে আমি হই না এখন ।
করুক নিন্দুক বিষ বচন প্রয়োগ,
তাহাতেও নাই মোর কোন অনুযোগ ।
প্রকাশ করুক যার প্রকৃতি যেমন ;
সে চিন্তায় নাই মোর কিছু প্রয়োজন,
সেই কার্য আমাদের উচিত সাধন
করে বাহে জন্মরূপ নিগড় মোচন । ৬৩ ॥

কে যুয়ং নো বয়মপি চ বঃ কিং ভবামো ভবাক্কে
 কশ্মোশ্মীণাং বিষমবলনৈঃ ফেনবৎ পুঞ্জিতা স্মঃ ।
 তৎক্ষেপীয়ঃক্ষয়িণি বিষয়ে চিন্তমাধায় ধীরঃ
 সৰ্ববারম্ভৈর্বিবশত জগতামস্তরাঅশ্বনম্ভৈ ॥ ৬৪ ॥

আমি তোমাদের কেবা তোমরা আমার
 আমার আমার কেন বলি অনিবার ;
 ভবার্ণবে কশ্মোশ্মির বিষম ঘূর্ণনে
 ফেন সম একত্রিত হয় জীবগণে ।
 জ্ঞানী জন ক্ষণস্থায়ী বিষয় বাসনা
 হতয়াগী, জগদাস্তার করে উপাসনা ॥ ৬৪ ॥

মন্নিন্দয়া যদি জনঃ পরিতোষমেতি
 নম্বপ্রযত্নস্থলভোহয়মনুগ্রহো মে ।
 শ্রেয়োহর্থিনো হি পুরুষাঃ পরতুষ্টিহেতো
 দুঃখার্জিতান্যপি ধনানি পরিত্যজন্তি ॥ ৬৫ ॥

তুষ্টি হয় কেহ যদি আমার নিন্দায়
 অযত্নে সে অনুগ্রহ করিল আমার,
 শ্রেয়ার্থী পুরুষ দেখ পর তোষ তরে
 ক্রেশে উপার্জিত গ্নন পরিত্যাগ করে ॥ ৬৫ ॥

কশ্চিৎ পুমান্ দ্বিপতি মাং প্রতি ক্লব্বচ্চম্
 সোহয়ং ক্লমা-ভবনমেত্য মুদং প্রিয়ামি ।

শোকং ব্রজামি পুনরেব যতন্তপস্বী
চারিত্রতঃ স্থলিতবানিতি মগ্নিমিস্তম্ ॥ ৬৬ ॥

রক্ষ বাক্য যদি কেহ বলে হে আমার
ক্ষমা অবলম্বি তুষ্ট হইব তাহার ;
এই মাত্র দুঃখ মোর, আমার কারণ
সজ্জাব হইতে তার হইল পতন ॥ ৬৬ ॥

স্বধর্ম্মস্বীড়ামবচিস্ত্য যোহয়ম্
মৎপাপশুদ্ধার্থমিহ প্রবৃত্তঃ ।
নোচেৎক্ষমামপ্যইমত্র কুর্য্যাম্
মত্তঃ কৃতঘ্নো বদ কীদৃশোহন্থঃ ॥ ৬৭ ॥

স্বধর্ম্ম ভ্রংশ বিঘ্ন, চিন্তা যার নাহি হয়,
প্রবৃত্ত আমার পাপ করিতে শোধন ।
যদি ঘটে তার প্রতি, ক্ষমা দেখাতে বিরতি
জগতে কৃতঘ্ন কেবা আমার মতন ॥ ৬৭ ॥

নন্বাত্মন্যবধীয়তাং গৃহস্থথাৎ বৈরাগ্যমাধীয়তাম্
বন্ধুভ্যো ব্যবধীয়তাং সুরসরিত্তীরে সদা স্থীয়তাম্ ।
ভিক্ষার্থং ব্যবসীয়তাং প্রতিদিনং সৎকর্ম্ম সঞ্চীয়তাং
বিষুৎশ্চেতসি ধীয়তাং পরতরং ব্রহ্মাহনুসঙ্কীয়তাম্ ॥ ৬৮ ॥

আত্মতন্বে অহুরাগী, গৃহাদি স্তখে বিরাগী,
বন্ধুগণ হতে দূরে কর অবস্থান ।
ভাগীরথী স্নানধান, ভিক্ষায়ে ধরিয়া প্রাণ
নিরত সূকর্ম্ম রাশি কর সমাধান ॥

আসক্তি হতে বিরত, মনেরে করি সংবত
 ভ্রমণ ধর্মের পথে করহ নিয়ত ।
 হৃদয়ে হরি চরণ ধ্যান কর অমুক্ত
 ব্রহ্মানুসন্ধান কার্যে সদা হও রত ॥ ৬৮ ॥

বৎ কাস্তিঃ সময়ে শ্রুতিঃ শিবশিবেত্যুক্তো মনোনির্বৃতি-
 ভৈক্ষ্যে চাহতিরতি গৃহেষু বিরতিঃ শশ্বৎ সমাধৌ রতিঃ ।
 একাস্তে বসতিঃ রুন্ প্রতি নতিঃ সন্তিঃ মমং সঙ্গতিঃ
 সৎস্ব প্ৰীতিরনঙ্গনির্জ্জতিরসৌ সন্মুক্তিমার্গে স্থিতিঃ ॥৬৯॥

সহিষ্ণুতা গুণ ধরে, কালে শ্রুতি পাঠ করে
 মনের নির্কৃতি করে জপি শিব নাম,
 ভিক্ষানে যাহার মতি, সংসারাশ্রমে নিরতি
 সমাধিতে মতি আর বশীভূত কাম ॥
 নির্জন স্থানে বসতি, গুরু জন প্রতি নতি,
 সাধু সঙ্গ বাসে যার সদাই মনন
 সর্ব জীবে সমভাব, সৃজন সহ সস্তাব
 মুক্তি মার্গে স্থিতি লাভ করে যেই জন ॥ ৬৯

বুদ্ধেরগোচরতয়া ন গিরাং প্রচারো
 দূরে গুরু-প্রথিত-বস্ত্রকথাবতারঃ ।
 তত্ত্বং ক্রমেণ বিদ্বুর্বাং করুণাবদাতে
 শ্রদ্ধাবতাং হৃদি পদং স্বয়মাদধাতি ॥ ৭০ ॥

গুরু দত্ত তত্ত্ব কথা বোধ থাক দূরে
 বুদ্ধির অগম্য বলি বাক্য নাহি ফুরে ।

ତବେ ବାର ଧର୍ମେ ଥାକେ ହୁତୁଚ୍ଚ ବିଦ୍ଧାସ,
 କ୍ଷମାବାନ୍ ପରହିତେ ସତତ ପ୍ରୟାସ ।
 ଏ ସକଳ ଖଣେ ମନ ହୁନିର୍ମଳ ବାର
 ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନ କ୍ରିମେ ତାରେ କରେ ଅଧିକାର ॥ ୧୦ ॥

ଦୁଃଖାଞ୍ଜାରକତୀବ୍ରଃ ସଂସାରୋହୟଂ ମହାନସୋ ଗହନଃ ।
 ଇହ ବିଷୟାମିଷଲାଳସ ! ମାନସମାର୍ଜ୍ଜ୍ଞାର ! ମା ନିପତ ॥ ୧୧

ଦେଖ ଏ ସଂସାରରୂପ ବନ୍ଧନ ଶାଳାୟ
 ଜଳନ୍ତ ଦୁଃଖ ଅଞ୍ଜାର ବିକୀର୍ଣ୍ଣ ସଂହାର ।
 ମନ ତୁମି ଧ୍ୟାୟିଷାଣୀ ମାର୍ଜ୍ଜ୍ଞାରେର ପ୍ରାୟ,
 ବିଷୟ ଆମିଷ ଆଶେ ପଢ଼'ନା ତାହାର ॥ ୧୧ ॥

ଅରେ ଚେତୋମତ୍ୟା ଭ୍ରମଣମଧୁନା ଯୌବନ-ଜ୍ଞଳେ
 ତ୍ୟଜ୍ଞ ହଂ ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦଂ ଯୁବତି-ଜ୍ଞଳର୍ଥୋ ପଞ୍ଚାସି ନ କିମ୍ ।
 ତନୁଜ୍ଞାଳୀଜ୍ଞାଳଂ ସ୍ତନୟୁଗଳତୁନ୍ଦ୍ରୀଫଳୟୁତମ୍
 ମନୋଭୃଃ କୈବର୍ତ୍ତଃ କ୍ଳିପତି ରତିତସ୍ତୁ ପ୍ରତି ମୁହଃ ॥ ୧୨ ॥

ବିଶାଳ ବାରିଧି ରୂପ ହୁବତୀ ଯୌବନ,
 ଚିନ୍ତା ସ୍ତନ ତ୍ୟଜ୍ଞ ତାହେ ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦେ ଭ୍ରମଣ ।
 ରୋମାବଳୀ ଜ୍ଞାଳ ଶ୍ତନ ତୁନ୍ଦ୍ରୀ ସଂଲଗନ ;
 ବିକ୍ଳେଷ୍ଟ କରିନା ଯାହେ ଦେଖ ପ୍ରେତିକ୍ଳଣ ;
 ରର୍ତ୍ତି ରୂପ ବଞ୍ଚୁ ଦେଖ କରିନା ସାରଣ ;
 କନ୍ଦର୍ପ ସୀବର ସଦା କରେ ଆକର୍ଷଣ ॥ ୧୨ ॥

ସଂକ୍ଷୋଗାଦ୍ଵିଷୟାମିଷସ୍ୟ ପରିତଃ ସ୍ତୈମିତ୍ୟାମସ୍ତାଞ୍ଚିଳ-
 ଜ୍ଞାନୋମ୍ନେଷତସ୍ୟା କଥଂ ତବ ଭବେଦାତ୍ମା ପଦଂ ଦେହିନଃ ।

সাধ্যং তুঙ্কি তদেব সাধনমিতো ব্যাবৃত্তিরেবামিষাৎ
তস্যা জ্যোতিরুদেত্যানিষ্কনমিদং দোষত্রয়ং ধক্ষ্যতি ॥ ৭৩ ॥

তোগে সদা করে আছে চৌদিকে বেটন
জ্ঞানোন্মেষ মোদের না হয় যে কারণ ।
দেহিগণ বল দেখি তোমাদের তবে
কিরূপেতে সার বস্তু মুক্তিলাভ হবে ?
বিষয় আমিষ রূপ জব্য পল্লিহার
করিলে, উপায় হয় মুক্তি লভিবার ।
চিন্তের সংঘম আর বিষয়ে বিরতি
হইলে প্রকাশ তবে পাবে জ্ঞান জ্যোতঃ ।
দোষত্রয় ভস্মীভূত হইবে তখন ।
কাষ্ঠরাশি ভস্ম করে অনল যেমন ॥ ৭৩ ॥

আদিত্যস্য গতাগতৈরহরহঃ সংক্ষীয়তে জীবনম্
ব্যাপারৈর্ববহু-কার্য্য-কারণশতৈঃ কালোহপি ন জায়তে ।
দৃষ্ট্বা জন্মজরাবিয়োগমরণং ত্রাসশ্চ নোৎপদ্যতে
পীত্বা মোহময়ীং প্রমোদ-মদিরামুন্মত্তভূতং জগৎ ॥ ৭৪ ॥

দিবাকর গতায়াতে দেখ প্রতিদিন
পরমায়ু আমাদের হইতেছে ক্ষীণ ।
হেন লিপ্ত মোরা সদা বিষয় ব্যাপারে,
জানিনা যাইছে কাল কোথা কি প্রকারে ।
জন্ম মরণ জরা বিয়োগাদি সব,
প্রত্যক্ষ দেখিয়া নাহি ভয়ের উদ্ভব,
মোহময়ী প্রমোদ মদিরা পানে হায় ?
রয়েছে মানব সবে উন্মত্তের প্রায় ॥ ৭৪ ॥

তরুণিমসমারম্ভে তদ্ব্যঃ শরীর-সরোবরম্
 সরভসমনোহংসশ্রেণি প্রয়াসি কথং পুনঃ ।
 শ্রবণ-মতিকাপার্শ্বৈঃ পার্শ্বো প্রসারিত-পাতিভৌ
 হতবিধিবর্ষাৎ বন্ধায়াহঙ্কো ন পশ্যতি কিং ভবান্ ॥ ৭৫

নকীনা যুবতীরূপ সরোবর
 দেখে কি হয়েছে শ্রেণি অন্তর
 বিলাসকর্মে তাই ধাইছ তৎপর
 হে মানস হংস শ্রেণি তথায় ?
 শ্রবণ মতিকাপার্শ্বতে তাহার
 রয়েছে ভ্রূরূপ বাণ্ডরা বিস্তার
 অন্ধ সবে বিড়ম্বনে বিধাতার
 তাই নাহি পাও দেখিতে তার ॥ ৭৫ ॥

বিষয়-বিষধরাগাং দোষদংষ্ট্রোৎকটানাম্
 বিষম-বিষ-বিসর্প-ব্যক্তদুশ্চেষ্টিতানাম্
 বিরম বিরম চেতঃ ! সন্নিধানাদমীষাম্
 স্তুথকণমণিহেতোঃ সাহসং মা স্ম কাৰ্বীঃ ॥ ৭৬ ॥

এই যে বিষয়রূপ বিষধরগণ,
 দোষরাশি বাহাদের কঠিন দশন ।
 বিষের সংশ্রব হেতু কুটীলাভিপ্ৰায়
 প্রকাশ পাইছে কেন নাহি দেখে তার ?
 সামান্য স্তুথের কণারূপ মণি আশে
 ছঃসাহসী হয়ে বেণে নাক তার পাশে ॥ ৭৬ ॥

একীভূয় স্ফুটমিব কিমপ্যাচরন্দিঃ প্রলীনৈঃ
 এভির্ভূতৈঃ স্মর কতি কৃতাঃ স্বাস্ত ! তে বিপ্রলস্তাঃ ।
 তস্মাদেবাং ত্যজ পরিচয়ং চিস্তয় স্বব্যবস্থ্যম্
 আভাষন্তে কিমু ন বিদিতঃ পণ্ডিতঃ ঋণ্ডিতঃ স্যাৎ ॥ ৭৭ ॥

ক্ষিতি আদি পঞ্চভূত মিলি পরস্পরে,
 থাকিয়া অলক্ষ্যভাবে কত কি আচারে ।
 হে হৃদয় ! স্মরণ কি হয় না তোমার,
 প্রবঞ্চনা করিয়াছে তারী কত বার ।
 দার-পুত্র বেশধারী ভূতগণ সনে
 ত্যজি পরিচয় নিজ হিত চিস্ত মনে ।
 উহারা আভাসমাত্র পদার্থ যে নয়,
 অদ্যাপি জানিতে পার নাই এ বিষয়,
 একবার কোন কার্যে হইলে খণ্ডিত,
 বারাস্তরে প্রায় লোক হয় ত, পণ্ডিত ॥ ৭৭ ॥

ধ্বষ্টৈরিন্দ্রিয়নামভিঃ প্রণয়িতামাপাদয়ন্দিঃ স্বয়ম্
 সস্তোক্তুং বিষয়ামিষং কিল পুমান্ সৌখ্যাশয়া বঞ্চিতঃ ।
 তৈঃ শেষে কৃতকৃত্যতামুপগতৈরৌদাস্যমালম্বিতম্
 সম্প্রত্যেষ বিধের্নিয়োগবশজঃ কস্ম্যাস্তুরৈর্বধ্যতে ॥ ৭৮ ॥

দেখ না ইন্দ্রিয় নামধারী ধ্বষ্টগণ,
 বিষয় আমিষ নিজ ভোগের কারণ ।
 দেধায়ে কৃত্রিম প্রেম মানব উপরে,
 তাহারে প্রকৃত স্নেহে প্রবঞ্চিত করে ।

ସାନବେର ଶୋଗ ଶେଷ ବାଞ୍ଛକ୍ୟ ଦଶାର
 ତଦନ, ଈଞ୍ଜିରଗଣ ଓଦାସ୍ୟ ଦେଧାର ।
 ବିଧିରୁ ନିରୋଗ ବଶେ ତବୁ ନରଗଣ
 ଯୋଚନ କହିତେ ନାରେ କର୍ମ୍ମେର ବନ୍ଧନ ॥ ୧୮ ॥

ଦୈବେ ସମର୍ପ୍ୟ ଚିରସଞ୍ଜିତଦେହଭାରମ୍
 ସୁହାଃ ସୁଖଂ ବସତ୍ କିଂ ପ୍ତରସାଚନାଭିଃ ।
 ମେରୁଂ ପ୍ରଦକ୍ଷିପୟତୋହିପି ଦିବାକରସ୍ୟ
 ତେ ତସ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତୁରଗା ନ କୂର୍ଦାଚିଦର୍ଚ୍ଚୋ ॥ ୧୯ ॥

ଏ ଦେହେର ଭାର କରି ଦୈବେ ସମର୍ପଣ
 ସୁହ ହରେ ସୁଖେ ବାସ କରହ ଏଧନ
 ଯାଜ୍ଞାର୍ଥେ ଘାରେ ଘାରେ ଧରିଯା ବେଢ଼ାଓ
 ପରୋପାସନାର କେନ ବୃଥା କ୍ଳେଶ ପାଓ ॥
 ମେରୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିପ ସୂର୍ଯ୍ୟ କରେ ଅନିବାର,
 ସମ୍ପତ୍ତ ଅଟ କହୁ ହଲ କି ତାହାର ? ॥ ୧୯ ॥

ଆକାଶମୁଂପତତୁ ଗଚ୍ଛତୁ ବା ଦିଗନ୍ତମ୍
 ଅନ୍ତୋନିଧିଂ ବିଶତୁ ତିର୍ଥତୁ ବା ସଥେଷ୍ଟମ୍ ।
 ଜନ୍ମାନ୍ତରାଞ୍ଜିତଶୁଭାଶୁଭ-କୃମ୍ମରାଗାମ୍
 ହାୟେବ ନ ତ୍ୟଜ୍ଞତି କର୍ମ୍ମ କଳାନ୍ତୁବନ୍ଧି ॥ ୮୦ ॥

ଆକାଶେ ଓଠୁକ ନର ପତ୍ତକ ମାଗରେ,
 କରକ ଧ୍ରମଣ ଯଥା ଈଚ୍ଛା ଚରାଚରେ ।

কিন্তু, পূৰ্ণ জন্মার্জিত কৰ্ম আপনায়,
ছায়ার সমান সজে থাকি অনিবার,
শুভাশুভ ফল করে মানবে প্রদান
কোন স্থানে তার হাতে নাই পরিষ্করণ ॥ ৮০ ॥

উপশমফলাদবিছাবীজাৎ ফলং ধনমিচ্ছতাম্
ভবতি বিফলোষৎ প্রারম্ভস্তদত্র কিমদ্রুতম্ ।
নিয়তবিষয়া হ্যেতে ভাবা ন যাস্তি বিপর্যায়ম্
জনয়তি যতঃ শালেবীজকু ন জাতু যবাকুরম্ ॥ ৮১ ॥

বিদ্যাবীজ শাস্তি ফল করে উৎপাদন,
তাহে ধনরূপ ফল চাহে যেই জন ।
বিফল উত্তম তার হইবে নিশ্চয়,
নিশ্চিত বিষয়ে কোথা হয় বিপর্যয় ?
শালিধান্ন বীজ কেহ করিলে বপন
যবের অকুর তাহে লভে কি কখন ? ॥ ৮১ ॥

যদেতে সাধুনা মুপরি বিমুখাঃ সস্তি ধনিনো
ন চৈবাহবজ্জৈষামপি তু নিজবিস্তব্যয়ভয়ম্ ।
অতঃ খেদোহস্মিন্ ন পরমনুকম্পিব জ্বরতি
স্বমাংসত্রস্তেভ্যঃ ক ইহ হরিণেভ্যঃ পরিভবঃ ॥ ৮২ ॥

ধনিগণ সাধু প্রেতি বিমুখ যে হয়,
অবজ্ঞা প্রযুক্ত নহে অর্থ ব্যয় ভয় ।

সে হেতু না করি মনে ক্লেশ অল্পভব
 বরঞ্চ তাহাতে হয় দয়ার উদ্ভব
 ঋপদে হেরিয়া যথা ভীত মৃগকুল
 ব্যয় ভয়ে ধূনিগণ সেরূপ ব্যাকুল ॥ ৮২ ॥

পাতালমাশিসি যাসি নভোবিলজ্বা
 দিদ্ধাগুলং ব্রজসি, মানস চ্চাপলেন ।
 ভ্রাস্ত্যা তু জাতু, বিমলং ন তদাত্মনীনম্
 তদ্বন্ধ সংস্মরসি নির্ব্বৃতিমপি যেন ॥ ৮৩ ॥

কখন পাতাল ঐবেশ করিছ,
 কখন আকাশ লজিয়া উঠিছ,
 কখন বা দিক্ চক্রেতে ভ্রমিছ
 চপলতা বশে সদাই মন ;
 ভ্রমে নাহি ভাব হিত আপনার,
 নাহি চিন্ত পদ পরম পিতার,
 প্রবৃতিনিবৃতি স্মরণে যীহার,
 তাঁহারে না কর কেন স্মরণ ? ॥ ৮৩ ॥

লক্ষ্মীনির্ব্বৃতিমেতি হীনচরিতৈর্থেয়েব তচ্ছিক্ষয়া
 কিং নাহৈদ্যব কুরোমি তামশুচরীং বামাং সকামামপি ।
 ব্রহ্মাণ্ডে নিষ্কৃত্যপি স্থলতি ন প্রায়েণ যেবাং মন-
 স্তে ষামার্যমনস্বিনামশুপদং গস্তাহস্মি নাহহং যদি ॥ ৮৪ ॥

নীচাশয় মানবের আবাসে যখন,
 চঞ্চলা কমলা দেখ স্থির ভাবে রন ।

পারি না কি তাহাদের শিক্ষা অল্পসারে
 অল্পচরী সমবেশে রাখিতে রমারে ?
 কিন্তু, হয় যদি এই ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়
 তাতেও যাদের চিত্ত বিচলিত নয়,
 না করিলে সেই আৰ্য্য পদাঙ্কসরণ
 পারিতাম উক্ত কার্য্য করিতে সাধন ॥ ৮৪ ॥

লব্ধাঃ শ্রিয়ঃ সকলকামদুঃখাস্ততঃ কিম্
 সন্তুর্পিতাঃ প্রণয়িনো, বিভবৈস্ততঃ কিম্ ।
 ন্যস্তং পদং শিরসি বিদ্বিষতাং ততঃ কিম্
 কল্পং স্থিতং তমুভূতাং তনুভিস্ততঃ কিম্ ॥ ৮৫ ॥

সর্বকামপ্রদা লক্ষ্মী গৃহে আবদ্ধিলে,
 ধনদানে পরিভূপ্ত স্বজনে করিলে ।
 রাখিলে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত শরীর
 করিলে বিনত পদতলে শক্রশির,
 অনায়াসে হল যেন এসব সাধন
 তার পর কি হইবে ভাব কি কখন ? ॥ ৮৫ ॥

নিশ্চিন্দাঃ কিমু কন্দরোদরভুবঃ ক্ষীণাস্তরুণাং হৃচঃ
 কিং শুষ্কাঃ সরিতঃ ক্ষুরদগুরগরিগ্রাবম্বলদ্বীচয়ঃ ।
 প্রত্যাখানমিতস্ততঃ, প্রতিদিনং কুর্ব্বস্তিঃ সৃগ্ৰীবিভি
 র্ঘদ্বাঃ রার্পিতদৃষ্টিভিঃ ক্ষিতিভূজাং বিদ্বস্তিরপ্যাস্যতে ॥ ৮৬ ॥

হল কি কন্দবিহীন কন্দয় সকল,
 বৃক্ষোপরি আর নাহি জন্মে কি বদল ?

প্রেকাণ্ড পাবাণ খণ্ড স্থলিত করিয়া ?
 বহিত যে নদী তা কি গেছে শুকাইয়া ?
 তা না হলে প্রতিদিন কেন স্নুধীগণ,
 ইতস্ততঃ স্নাজ ঘারে করয়ে ভ্রমণ ।
 উর্ক মুখে ঘন ঘন করে দৃষ্টিপাত
 কতক্ষণ হবে বলি নুপের সাক্ষাৎ ॥ ৮৬ ॥

কামং শীর্ণপলাশপত্ররচিতাঃ কস্থা দধানো বনে
 কুর্যাদম্মুভিরপ্যাচিতিস্মৃয়েঃ প্রাণানুবন্ধস্থিতিম্ ।
 সাক্ষয়ানি সবেশিতঃ সুচকিতং সশ্বেদদাহঙ্করম্
 বস্তুং নত্বহমুৎসহে স্কৃপণং দেহীতি দীনং বচঃ ॥ ৮৭ ॥

শীর্ণ পত্রে কস্থা রচি শরীর আবারি,
 রব অঘাচিত লভ্যবারি পান করি ।
 কোনরূপে বনে দেহ ধারণ করিব
 “দেহি” এই দীনবাক্য কভু না বলিব ।
 যে কথা বলিতে অঙ্গ হয় সচকিত
 শ্বেদ, দাহ, জর আদি গ্নানি উপস্থিত ।
 এ সকল কষ্ট আর সব না কখন
 না কবিব দেহি বাক্য মুখে উচ্চারণ ॥ ৮৭ ॥

সত্যং বস্তুমশেষমস্তি সুলভা বাণী মনোহারিণী
 দাতুং দানবরং শরণ্যমভয়ং স্বচ্ছং পিতৃভ্যো জলম্ ।
 পূজার্থং পরমেশ্বরস্য বিমলঃ স্বাধ্যায়-যজ্ঞঃ পরম্
 স্কুদ্যাধেঃ ফলমূলমস্তি শমনং দোষাঙ্ককৈঃ কিং ধনৈঃ ॥ ৮৮ ॥

সত্য বলিবার হেতু বাক্য মনোহর
 বিনা আরাসেতে তাহা মিলে বহুতর ।
 পিতৃগণে জলাঞ্জলি আশ্রিতে অভয়
 শ্রেষ্ঠ দান, এর সম আর কিবা হয় ?
 ঈশ্বর পূজার লাগি শুদ্ধ উপচার
 ক্রতি পাঠ রূপ যজ্ঞ, সম কিবা আর ?
 ক্ষুধা ব্যাধি নাশে ফল যুলেতে যখন
 দোষাত্মক ধনে তবে কিবা প্রয়োজন ? ॥ ৮৮ ॥

পাণিঃ পাত্রং পবিত্রং ভ্রমণঞ্চ রিগতং ভৈক্ষ্যমক্ষ্যামন্নম্
 বস্ত্রং বিস্তীর্ণমাশাদশকমপমলং তিলমশ্বল্পমুবর্ষী ।
 যেবাং নিঃসঙ্গতাসীকরণপরিণতিঃ স্বাস্ত্যসন্তোষিণস্তে
 ধন্যাঃ সংশ্রুতদৈন্যব্যতিকরনিকরাঃ কৰ্ম্ম নিৰ্ম্মূলয়ন্তি ॥ ৮৯ ॥

হস্তকে পবিত্র পাত্র বলি বোধ যার
 ভ্রমণ লব্ধ ভিক্ষানে পর্যাপ্ত আহার ।
 সুবিস্তীর্ণ দশদিক্ যাহার বসন
 বিশাল মেদিনী যার অমল শয়ন ।
 করেছেন যিনি সব সঙ্গ পরিহার,
 দৈনিক বৃত্তিতে যার স্পৃহা নাহি আর ।
 ধন্য হন ধরাতলে সেই মহাজন
 কৰ্ম্মমূল সদা তিনি করেন ছেদন ॥ ৮৯ ॥

সুখা শয্যা ভূমিস্বস্বগমুপধানং ভুঞ্জলতা
 বিতানকাকাশং ব্যজনমশুকুলোহয়মনিলঃ ।

ସ୍ଫୁରୁଚ୍ଛନ୍ଦୋଦୀପଃ ସ୍ଵଧୃତିବନିତାମଞ୍ଜୟୁଦିତଃ ।
 ସୁଖଂ ଶାନ୍ତଃ ଶେତେ ନ ଧନୁ ଭବଭୀତୋନୂପିବ ॥ ୧୦ ॥

କର ଉପାଦାନୁ ସାର ମେଦିନୀ ଶୟନ
 ବ୍ୟଜନ ନିର୍ଦ୍ଦଳ ବାୟୁ ଠାନ୍ଦୋୟା ଗଗନ ।
 ପୂର୍ଣ୍ଣ-ଅକ୍ଷୟ ହୟ ପ୍ରଦୀପ ସାହାର,
 ସ୍ଵତିରୂପା ଭାର୍ଯ୍ୟାସଞ୍ଜେ ସୁଧେତେ ବିହାର ।
 ଶାନ୍ତି ସୁଧୀ ହରେ ତିନି କରେନ ଶୟନ
 ନହେ ଭବଭୀତ ନରପତିର ମୃତନ ॥ ୧୦ ॥

ଧୈର୍ଯ୍ୟଂ ସ୍ୟା ପିତା କ୍ରମା ଚ ଜର୍ମଣୀ ଶାନ୍ତିଶିଚରଂ ଗେହିନୀ
 ସତ୍ୟଂ ସୁନ୍ଦରୟଂ ଦୟା ଚ ଭଗିନୀ ଭ୍ରାତା ମନଃସଂସୟଃ ।
 ଶୟା ଭୃମିତଳଂ ଦିଶୋହପି ବସନଂ ଜ୍ଞାନାମୃତଂ ଭୋଜନମ୍
 ସୈତ୍ୟେତେ ହି କୁଟସ୍ଥିନୋ ବଦ ସଦେ ! କସ୍ମାନ୍ତୟଂ ସୋଗିନଃ ॥୧୧॥

ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପିତା, କ୍ରମା ଯତା, ଶାନ୍ତି ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାର,
 ସତ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଆର ଦୟା ଭଗିନୀ ସାହାର ।
 ଶୟନ ସଂସୟ ଭ୍ରାତା, ଭୂତଳ ଶୟନ,
 ବଜ୍ର ନିଶ ଦିକ୍, ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ଭୋଜନ ।
 ଏକପ କୁଟୁମ୍ବ ହୟ ସେ ସୋଗୀ ଜନାର,
 କହ ସଦେ, ଏ ଜଗତେ କାରେ ଭୟ ତୀର ? ॥ ୧୧ ॥

ଧିକ୍ ଧିକ୍ ତାନ୍ କୃମିନିର୍ବିଶେଷବପୁଧଃ ସ୍ଫୁର୍ଜନ୍ମହାସିକ୍ଵୟୋ-
 ନିମ୍ପନ୍ନୀକୃତ-ଶାନ୍ତ୍ୟୋହପି ଚ ତମଃକାରାଗୃହେଽସତେ ।
 ତଂ ବିଦ୍ଵାଂସମହଂ କ୍ରବେ କରପୁଟୀତିକ୍ଵାମ୍ନଶାକେହପି ବା
 ବାଳାବକ୍ତ୍ରୁ-ସରୋଜିନୀମଧୁନି ବା ସମ୍ୟାହ-ବିଶେଷୋରମଃ ॥ ୧୨ ॥

শাস্তি রস আন্বাদন, পাইয়াছে যেই জন
 মহাসিদ্ধি প্রকাশিত হইয়াছে যার
 তমোগৃহ কারাগারে, বসতি ছাড়িতে নারে
 কুমি নির্বিশেষ দেহ ধিক্ ধিক্‌ তার,
 ভিক্ষালব্ধ করস্থিত, শাক অন্নাদি স্পাহিত
 বালার বদনামৃতে নাহি ভেদ জ্ঞান
 চিত্ত শুদ্ধি এ প্রকার, হইয়াছে যে জনার
 তাকেই সম্মান করি বলিয়া ব্রিহান্ ॥ ৯২ ॥

মার্তলক্ষ্মি ! ভজস্ব কঞ্চিদপাং মৎকাজ্জিহ্বী মাস্ম ভূ-
 র্ভোগেভ্যঃ স্পৃহয়ালবস্তব বশাঃ কা নিঃস্পৃহাণামসি ।
 সত্ত্বঃ শীর্ণপলাশপত্রপুটিকাপাত্রে পবিত্রীকৃতে
 ভিক্ষাশক্তুভিরেব সম্প্রতি বয়ং বৃত্তিঃ সমীহামহে ॥ ৯৩ ॥

কর মা কমলা অন্ন জনারে ভজনা
 আমার আকাজ্জি আর এখন কর না ।
 ভোগাসক্ত ব্যক্তিগণ অধীন তোমার
 তোমারে কি প্রয়োজন নিঃস্পৃহ জনার ?
 পত্র পুটে ভিক্ষালব্ধ শক্তু আহরণ,
 করিয়া ধরিতে দেহ বাসনা এখন ॥ ৯৩ ॥

জিহ্বে ! লোচন ! নাসিকে ! শ্রবণ ! হে হৃৎ + মানস ! শ্রয়তাম্
 সর্বেভ্যোহস্ত্র নমঃ কৃতাঞ্জলিরহং সপ্রশ্রয়ং প্রার্থয়ে ।
 যুস্মাকং যদি সম্মতং তদধুনা নাস্মানমিচ্ছাম্যহম্ •
 হোতুং ভূমিভুজীং নিকারদহনজ্বালাকরালে গৃহে ॥ ৯৪ ৯৪ ।

ও হে জিহ্বা চক্ষু কণ নাসিকা আমার
 অভিলাষ হইয়াছে কিছু বলিবার ।
 কৃতান্তলি হয়ে সবে করি নমস্কার
 আশ্রয় প্রার্থনা করি তোমা সবাচার ।
 তোমাদের এতে যদি অভিমতি হয়,
 পরিত্যাগ করি এবে নৃপের আশ্রয় ।
 তাঁদের অবজ্ঞারূপ অনলেতে আর
 ইচ্ছা নাহি মম প্রাণ আহতি দিবার ॥ ৯৪ ॥

গতঃ কালো যত্র দ্বিচরণপশূনাং ক্ষিতিভূজাম্
 পুরঃ স্বস্তীতু্যক্ত্বা বিষয়সুখমাশ্বাদিতমভূৎ ।
 ইদানীমশ্মাকং তৃণমিব সমস্তং কলয়তাম্
 অপেক্ষা ভিক্ষায়ামপি কিমপি চেতন্তপয়তি ॥ ৯৫ ॥

দ্বিপদবিশিষ্ট পশু নুপতি সদন
 করিতাম স্বস্তি বলি আশিষ যখন
 বিষয় সুখ আশ্বাদে ছিল তবে মতি
 গিয়াছে সে কাল আর নাহি তাতে রতি ।
 এবে সব দ্রব্যো হয় তৃণতুলা জ্ঞান
 ভিক্ষা অপেক্ষার হয় সঙ্কুচিত প্রাণ ॥ ৯৫ ॥

পূর্বস্তাবৎ কুবলয়দৃশাং লোললোলৈরপাটৈঃ
 রাকর্ষন্তিঃ কিমপি হ্রদয়ং পূজিতা যৌবনে শ্রীঃ !
 সম্প্রত্যন্তু নিহিত-সদসম্ভাবলক-প্রবোধ—
 প্রত্যাহারৈর্বিশদহৃদয়ে বর্ততে কোহপি ভাবঃ ॥ ৯৬ ॥

কমলাক্ষী রমণীর চঞ্চল নয়নে,
 আকর্ষণ, করিত পূর্বেতে যেই মনে,
 নিয়ত হইত যেই হৃদয় মাঝারে,
 যৌবন সৌন্দর্য্য পূজা প্রীতি সহকারে,
 সদসদ্ সজ্জ্বৰ্ষণে প্রবোধ উদয়,
 হইয়াছে মনে, নাশি পূর্ব বৃত্তিচয়,
 নিজ বৃত্তি ইঞ্জিয় করেছে পরিহার,
 হৃদয়ে বিশ্বক্ৰ ভাব হয়েছে সঞ্চারণ ॥ ৯৩ ॥

দিশোবাসঃ পাত্রং করকুহরক্ৰোশাঃ প্রণয়িনঃ
 সমাধানং নিদ্রা শয়নমবনী মূলমর্শনম্ ।
 কদৈতৎ-সম্পূর্ণং-মম হৃদয়বৃত্তেরভিমতম্
 ভবিষ্যত্যব্যগ্রং পরমপরিতোষোপচিতয়ে ॥ ৯৭ ॥

কবে চিত্ত বৃত্তি নাশ, নশদিক্ হবে বাস
 ফল মূল হইবে অশন ।
 পাত্র মাত্র করতল শয্যা হবে ভূমিতল
 স্মৃথে বাহে করিব শয়ন ॥
 আসিবে সে দিন কবে, বিষয় বাসনা যবে
 হৃদয় হইতে দূর হবে
 কবে এ সমস্ত ধন, পাইয়া আঁমার মন
 পরম সন্তুষ্ট হয়ে যবে ॥ ৯৭ ॥

কদা ভিক্ষাভক্তৈঃ করকলিতগঙ্গান্মুতরলৈঃ
 শরীরং মে শ্বাসাত্যুপরত-সমস্তেন্দ্রিয়-সুখম্ ।

কদা ব্রহ্মাভ্যাস-স্থিরতনুতয়াহরণ্যবিহগাঃ
পতিষ্যন্তি স্থাপু-ভ্রমহত-ধিয়ঃ স্কন্ধশিরসি ॥ ৯৮ ॥

ইন্দ্রিয়গণ আমায়,
করিয়া নিবৃত্তি কবে হবে ?
ভিক্ষা অঙ্ক-করতলে, মিলাইয়া গজাজলে
ভুঞ্জিয়া শরীর সুখে রবে ।
ব্রহ্ম আরাধন মন, হবে সমাধি মগন
শরীর হইবে স্থিরতর ।
পত্র হীন বৃক্ষ মনে, করিয়া বিহঙ্গগণে
আসিয়া বসিবে শিরোপর ॥ ৯৮ ॥

রথাস্তশচরতস্তথা ধৃত-জরৎকস্থাঞ্চলস্যাহধবগৈঃ
সত্রাসঞ্চ সকৌতুকঞ্চ সৰূপং দৃষ্টস্য তৈর্নাগরৈঃ ।
নির্ব্যাঞ্জীকৃত-চিৎসুখারুসমুদা নিদ্রায়মাণস্য মে
নিঃশঙ্কঃ-করটঃ কদা করপুটী-ভিক্ষাং বিলুপ্তিষ্যতি ॥ ৯৯ ॥

কবে আমি ছিন্ন কছা করিয়া ধারণ
ইতস্ততঃ-পথে-পথে করিব ভ্রমণ ?
দেখিবে আমারে যত নাগরিকগণে,
সভয়ে, কৌতুকে, কেহ করণ নয়নে ।
সুনির্মল জ্ঞানামৃত করি আন্বাদন
সমাধি নিদ্রায় কবে হইব মগন
কীর স্থিত ভিক্ষালব্ধ অন্ন কাকগণ
নির্ভীক হইয়া সবে করিবে লুপ্তন ॥ ৯৯

মাতর্মেদিনি ! তাত মারুত ! সখে জ্যোতিঃ ! সুবন্ধো জল !

ভ্রাতর্ব্যোম ! নিবন্ধ এষ ভবতামস্ত প্রণামাজ্জলিঃ ।

যুস্মৎসঙ্গবশোপজাত-সুকৃতোদ্রেক-স্ব রুন্নিশ্বল-

জ্ঞানাপাস্তসমস্তমোহমহিমা লীয়ে পরে ব্রহ্মাণি, ১০০

মাতর্ধরে সখে ! জ্যোতি ! তাত সমীরণ !

পরম বন্ধু সলিল ! হে ভ্রাতঃ গগন !

কৃতাজ্জলি হয়ে সবে করি নমস্কার,

তোমাদের সন্মিলনে স্কৃতি সঞ্চার ।

যাহাতে নিশ্বল জ্ঞান হইল স্ফুরিত

করেছে প্রবল শত্রু মোহে দুরীকৃত ।

জ্ঞানের প্রভাবে চিত্ত বৃত্তি সমুদয়

অবাধে হয়েছে এবে পর ব্রহ্মে লয় ॥ ১০০ ॥

“সম্পূর্ণম্”

